খবরের ঘন্টা

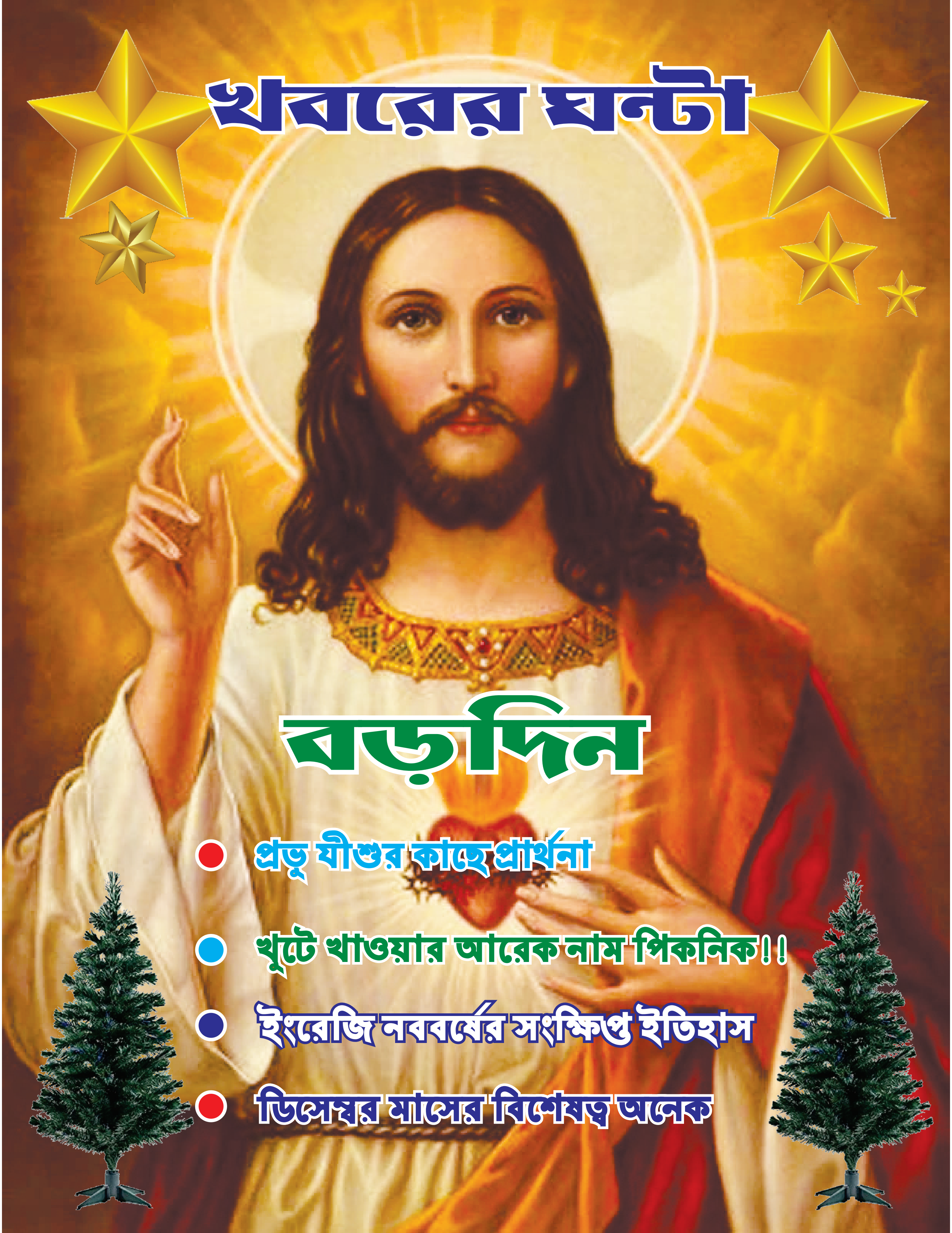

বড়দিন

- প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা
- খুটে খাওয়ার আরেক নাম পিকনিক!!
- ইংরেজি নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ডিসেম্বর মাসের বিশেষত্ব অনেক

ACC

Cement
C & F Agent

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760

Berger

Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

OUR VISION IS TO EDUCATE THIS GENERATION FOR MISSION AND TRANSFORMATION

Accredited to IATA and Affiliated to Bethel Church Association

ADMISSION OPEN FOR B.Th

FROM JANUARY 15TH 2022

HURRY LIMITED SEATS WITH SCHOLARSHIP

Director - Swadipt Samuel
Principal - Premalata Samuel

Subject Includes :- . Systematic Theology . Homoletics and Hermeneutics . Christian Ethics
. Mission In Pluralistic Society . Media and Mission .
. Pastoral Counselling . History (Biblical and Church)
. Languages (English, Greek and Hebrew) And Other Subjects .

ADDRESS - SALBARI, METHIBARI (SILIGURI)

CONTACT - 9614302436, 8116109715

K. E. CARMEL
CMI SCHOOL
SILIGURI

ADMISSIONS OPEN FOR

2022-23

For Admission :

PLEASE CONTACT SCHOOL OFFICE

NURSERY TO VII

APPLICATION FORMS ARE AVAILABLE

- Run by CMI Fathers
- Transport Facilities are available
- ICSE Curriculum
- Day Boarding for Boys & Girls

MOB : +91 92331 47760, +91 86370 53268

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

Anandaloke
MULTISPECIALITY HOSPITAL

গভীর রাতে, বুকে ব্যাথা

EMERGENCY

ঠিকানা একটাই

আনন্দলোক হাসপাতাল

হার্টের চিকিৎসায় রাত দিন সাত দিন আমরা রয়েছি আপনার সাথে

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক কার্ডিয়াক বাইপাস সার্জারী সেন্টার

Dr. Debabrata Biswas ✣ Dr. Priyanker Mondal ✣ Dr. Debojyoti Sarkar

24X7 HEART HELPLINE

0353-2540980 | 8116603569
0353-2544352 | 9933100200

ISO 9001:2015

২য় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ www.anandaloke.com

HOLY PALACE
CHRISTIAN HOSPITAL
Lalpul, Naxalbari,
Dist. Darjeeling
PIN:734429, WB

EMERGENCY SERVICE
AMBULANCE SERVICE
CRITICAL CARE UNIT
PATHOLOGY LAB | X-RAY
MAJOR SURGERY
PHARMACY

INDEPENDENT COTTAGES
FOR PATIENTS

Serving Since 1996

Your Health is Our Concern

OPD TIMING
Monday To Saturday
10 am - 4 pm

Specialist Doctors Available

General Surgeon
Gynaecologist & Obstetrician
Orthopedics
Intensive & Critical Care Specialists
Medicine Specialist
Anesthesiologist

CALL US
97754-55402
80160-69399

www.holypalace.online
www.holypalacecc.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

With Best Compliments From:

Prop.: INDRANIL MUKHERJEE
Cell : 9832382700

MONOHARI BIPANI

62/56 HILL CART ROAD, PO.SILIGURI,PIN-734001
OPP.UNITED BANK OF INDIA

JESUS WAS BORN ONCE. BUT WE CELEBRATE HIS BIRTH ANNIVERSARY EVERY YEAR. THIS IS PARTLY TO REPEAT OUR EFFORT TO SEEK HIS PRESENCE AMONG THE POOR, THE DOWNTRODDEN, THE WOUNDED, THE FORSAKEN AND MAKE A DIFFERENCE IN THEIR LIVES. LETS BRING GOOD NEWS OF LOVE, PEACE & HARMONY IN THE LIVES OF THE NEEDY. WISH YOU ALL A VERY HAPPY CHRISTMAS!

--BISHOP VINCENT AIND, CATHOLIC DIOCESE, BAGDOGRA

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. V , Issue -5
1st December- 31st December 2021 Christmas

পঞ্চম বর্ষ- সংখ্যা-৫ বড়দিন সংখ্যা
৯ই পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৫ ডিসেম্বর, ২০২১, বড়দিন সংখ্যা

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ করিমূল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক এম্বুলেন্স দাদা), জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল, গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মৃনাল পাল (মনা-- শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজসেবী), রাজ বসু (ভ্রমন গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজসেবী), ডঃ জি বি দাস(স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতী ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও আইনজীবী), দুর্বা ব্রহ্ম(শিক্ষিকা)।

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. Editor : Shilpi Palit
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh , Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh , Published from Matri Villa, Arabindapally,Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Distt. Darjeeling , Editor Bapi Ghosh

----

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally,Siliguri
e-mail : khabarerghanta@gmail.com
Mobile : 9641859567

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কিছু বাণী ৫
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১৩ ৮

কবিতা

করোনা কলি — ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল ১০
নির্লিপ্ত আমি — অর্পিতা রায়চৌধুরী ১০
এলোরে নতুন বছর — বিপ্লব সরকার ১০
আত্মবিকাশ — রিতু সূত্রধর ১১
বড় দিন — অর্পিতা দে সরকার ১১
দেবতা আছেন সবার অন্তরে — মুকুল দাস ১২
যীশু খ্রীষ্ট — অনিল সাহা ১২

চিন্তাভাবনা

প্রধাননগরের চার্চে অনুষ্ঠান — ফাদার নরেশ বেক ১৩
কিভাবে ভালো কাজ করবেন — সুভাষ স্যামুয়েল ১৪
বড়দিনে প্রেম বিতরন করা হবে — ফিরোজ তামাং ১৫
ক্যালেন্ডার বিলির ভাবনা — ড্যানিয়েল শ্রেষ্ঠা ১৫
নতুন বছরের ভাবনা — উৎপল সরকার ১৬
প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা — প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া ১৭
বড় দিনকে সামনে রেখে সামাজিক কাজ — কৌস্তভ দত্ত ১৮
মানবতার সঙ্গে যুক্ত যীশুখ্রীষ্টের... — স্বদীপ্ত স্যামুয়েল ১৯
ওমিক্রন চিন্তায় ফেলেছে — বাপন মন্ডল ১৯
গরিব, অসহায় মানুষের মনে...— বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড ২০
নতুন বছরের শুরুতেও আমরা... — রুপেশ সিনহা (ববি) ২০
বড় দিনে বড় ভাবনা — সঞ্জীব শিকদার ২৩
করোনা বিদায় নেয়নি — নির্মল কুমার পাল (নিমাই) ২৪
অনলাইন ক্লাসের সুবিধা... — রুপকথা চট্টোপাধ্যায় ২৬
গ্রামের মানুষের চিকিৎসা... — ডাঃ শরদ স্যাংদেন ৩১
শান্তি ও সুস্থতার প্রার্থনা — রেভারেন্ড মনোজ সরকার ৪০
নতুন বছর ভালো হোক — বিপ্লব সরকার ৩৭
নতুন বছর নতুন বার্তা নিয়ে আসুক — মৃনাল পাল (মনা) ৩৭
নতুন বছর , নতুন আলো — আমোস শেরিং ৩৮

অনুগল্প

ওমিক্রন ১০০ — চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী ২২

প্রতিবেদন

অন্ধকার গ্রাম থেকে উঠে আসা ব্যতিক্রমী আলো শিল্পী ২১
এবারেও পৌষ মেলা হচ্ছে না — জ্যোৎস্না আগরওয়ালা ২৩
ব্যতিক্রমী সঙ্গীত শিল্পী আনন্দিতা দাস ২৫
আগে যেমন দেখেছি বড়দিন — শান্তিলতা রায় ২৭
নকশালবাড়িতে মানুষের সেবায় ... — জনি সমপাং ২৮
ক্ষুদ্র চা চাষের উন্নয়ন ও গবেষণা, ... — পুস্পজিৎ সরকার ২৯

বিশেষ রচনা

খুটে খাওয়ার আরেক নাম, পিকনিক!! — বাবলি রায় দেব ৩২
ইংরেজি নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — কবি চন্দ্রচুড় ৩৫
ডিসেম্বর মাসের বিশেষত্ব অনেক — সজল কুমার গুহ ৩৬

ভ্রমণ

স্বল্প খরচে পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ — আশীষ ঘোষ ৩৯

সম্পাদকীয়

জরুরি বিষয় ঃ পরিবেশ

সকলকে বড় দিন এবং নতুন ইংরেজি বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছা। সময়টা গোটা বিশ্বের জন্য খারাপ যাচ্ছে বিগত দুবছর। ২০২১ সালে আমাদের দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ বিরাট ধাক্কা দিলেও ব্যাপক টিকাকরনের জেরে করোনা থমকে যায়ে অনেকটাই। কিন্তু বছর শেষ হওয়ার আগে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন অনেকটাই উদ্বেগে ফেলেছে। তাই বিশেষজ্ঞরা টিকাকরন যেমন চালিয়ে যেতে বলছেন তেমনই করোনার সতর্কতা মেনে চলার কথা বলছেন । যেমন মাস্ক ব্যবহার, দূরত্ব বজায় রাখা, সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করা প্রভৃতি। করোনা বিদায় নিয়েছে বলে হইচই করার কোনও কারণ নেই। বছর শেষে আমাদের দেশে বড় দুঃখজনক সংবাদ হলো, কপ্টার দুর্ঘটনায় সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতের মৃত্যু। সঙ্গে বেশ কয়েকজন সেনা আধিকারিকের মৃত্যু। দেশের প্রতিরক্ষাতে এ ক্ষতি অপূরনীয়। বছর শেষে আরও দুঃসংবাদ হলো, আমেরিকাতে বিরাট টর্নেডোতে বহু লোকের প্রানহানি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ার বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। সময়ে সব কিছু হচ্ছে না। উষ্ণতা বাড়ছে। ঘন ঘন ঝড় উঠছে। বরফ গলছে। কোথাও অনাবৃষ্টি হচ্ছে। চাষবাসের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশ দূষন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সামনে পৃথিবীর মানুষের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। মানুষের সভ্যতাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মানুষকে এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সবুজ পরিবেশ তৈরির কাজে নামতে হবে সকলকে। কার্বন নিঃসরন কমাতে হবে যে কোনো মূল্যে। রবি ঠাকুরের কথায়, দাও ফিরে সে অরন্য। বছরের একদিন ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলে হবে না। প্রতিটি দিন পরিবেশ দিবস পালন করার সময় এসেছে। নতুন বছর ২০২২ সালে এটাই হোক সকলের শপথ।

সকলের বড় দিন ভালো কাটুক। ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কৃপায় সকলেই ভালো থাকুন। করোনা বিদায় নিক পৃথিবী থেকে এই থাকলো প্রার্থনা। নতুন বছর হোক সুস্থতার বছর।

এবারে আমাদের খবরের ঘন্টায় যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইলো বিশেষ কৃতজ্ঞতা। শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রির সমাজসেবী কৌস্তভ দত্তের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় পত্রিকা প্রকাশনায় বিশেষভাবে পরামর্শ, সহযোগিতা করবার জন্য।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কিছু বাণী

--- *" নিজের হৃদয়কে বিভ্রান্ত করো না। ভগবানকে বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো।"-- যিশু খ্রিষ্ট*

--- *"আগামীকালের জন্য উৎসাহিত হয়ো না। আগামীকালের জন্য নিজের ভিতর চিন্তা হবে। প্রত্যেকটা একদিন নিজের খারাপ ভাবার জন্য অনেক।"-- যিশু খ্রিষ্ট।*

--- *"একে অপরকে ভালোবাসো, যেমন আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। এইভাবে তোমাকেও একে অপরের সাথে ভালোবাসা প্রদান করে যেতে হবে।" --যিশু খ্রিষ্ট।*

--- *"ভালোভাবে ধ্যান দিয়ে দেখো আমি তোমার সর্বদা সাথে আছি, এমনকি এই দুনিয়ার অন্ত পর্যন্তও তোমার সাথেই থাকবো।"--যিশু খ্রিষ্ট।*

--- *"সমস্ত আদেশঃ তুমি ব্যভিচার করবে না, তুমি হত্যা করবে না, তুমি চুরি করবে না, তুমি লোভ করবে না-- এই সমস্ত আদেশ তুমি আমার মেনে চলবে। তুমি যেমন নিজেকে ভালোবাসো , ঠিক তেমনই তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও ভালোবাসবে।"-- যিশু খ্রিষ্ট।*

--- *"তোমার ভিতর যত পাপ আছে, সেটাকে সবার আগে পাথর ফেলতে দাও।"---যিশু খ্রিষ্ট।*

--- “ যে নিজের প্রশংসা করে তাকে বিনীত করা হবে কিন্তু যে সবাইকে বিনীত করে, তার প্রশংসা করা হবে” ।--যিশু খ্রিষ্ট।

--- “ যে পুরো বিশ্বকে লাভ করে কিন্তু নিজের প্রানকে কষ্ট দেয়, তাহলে তার আর কি লাভ হলো”--যিশু খ্রিষ্ট।

--- “ যদি তুমি তোমার ভিতরের শক্তিকে বাইরে আনো তাহলে সেটা তোমার বাঁচাবে কিন্তু যা তোমার ভিতরে আছে যদি তুমি সেটাকে বাইরে না আনো, তাহলে সেটা তোমাকে নষ্ট করে দেবে।”-- যিশু খ্রিষ্ট।

--- “ নিজের হৃদয়ের ক্ষমা, দয়া আর প্রেমের ভাবনাগুলো দিয়ে নিজের চেহারাটা তুমি যতটা সুন্দর বানাতে পারবে, তা তুমি দামী কোনো সরঞ্জামের দ্বারাও বানাতে পারবে না।”---যিশু খ্রিষ্ট।

--- “ সেই মানুষই ধন্য যে বুদ্ধি এবং জ্ঞান পেয়েছে। কারণ বুদ্ধির প্রাপ্তি রুপোর প্রাপ্তির থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান। সেটার লাভ সোনা পাওয়ার লাভের থেকেও অনেক বেশি হয়ে থাকে।”-- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ করুনা এবং সৎ ভাব তোমার মধ্যে থেকে কখনোই না যেন আলাদা হয়ে যায়। পারলে সেটাকে গলার মালা বানাও এবং নিজের হৃদয়ে মিশিয়ে ফেলো। এরকমটা করলে তুমি পরমাত্মা এবং মানুষ উভয়ের ভালোবাসা পাবে। তুমি অনেক বুদ্ধিমান হবে। ”--যিশু খ্রিষ্ট।

---“যে তোমায় শোনে, সে আমাকেও শোনে। যে তোমায় তিরস্কার করে, সে আমায় তিরস্কার করে। আর যে আমায় তিরস্কার করে, সে এইসাথে তাঁকেও তিরস্কার করে যে আমায় পাঠিয়েছে।”-- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ যদি কোনো মানুষ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আমার কাছে আসতে দাও এবং জল পান করতে দাও। আমি জগতে জ্যোতি হয়ে এসেছি। ”--যিশু খ্রিষ্ট।

---“ শরীরকে হত্যা করা যায় কিন্তু আত্মাকে হত্যা করা যায় না। তাকে ভয় পেয়ো না যে শরীরকে হত্যা করে বরং তাঁকে ভয় পাও যে শরীর এবং আত্মা দুটোকেই নরকে বানাতে পারে।”যিশু খ্রিষ্ট।

---“ মানুষের একে অপরের সেবা করা উচিত, এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ট ঈশ্বর সেবা। স্বার্থপর ভাবনাকে ত্যাগ করো।”-- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ যার কাছে আমার উপদেশ আছে এবং যে সেই উপদেশকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, সেই আমাকে প্রকৃত প্রেম করে। তাকে

With Best Compliments From

Mobile : 98320 28164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

কার্যকরী কমিটির সদস্য ,
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি।

সকলকে বড় দিন ও ইংরেজি
নতুন বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি।

আমার পিতাও প্রেম করে এবং আমিও তার সাথে প্রেমের বন্ধনকে বজায় রাখি আর নিজেকে তার প্রতি প্রকাশ করি।”--যিশু খ্রিষ্ট।

---“যদি সংসার তোমাকে ঘৃনা করে, তবে তুমি জানবে সে আমার সামনে তোমায় ঘৃনা করেছে। যদি তুমি সংসারের হতে, তাহলে সংসারের হতে, তাহলে সংসার তোমাকেও ভালোবাসা দিতো।”--যিশু খ্রিষ্ট।

---“ তুই নিজের প্রভুকে বা পরমাত্মাকে নিজের সমস্ত মন দিয়ে, নিজের সমস্ত প্রাণ দিয়ে, নিজের সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে এবং নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রেম করো। এটাই হলো প্রধান আদেশ।”-- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ যে আমার জন্যে নিজের ঘর-পরিবার, ভাইবোন, মাতাপিতা এমনকি নিজের স্ত্রী ও সন্তানকেও ত্যাগ করেছে। সে একশো গুন সুখ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।”---- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ তুই আমাকে উত্তম বলিস কেন? কেবল একজন ছাড়া আর কেউই উত্তম নয় এবং সেটা হলো স্বয়ং পরমাত্মা।কিন্তু যদি তুই নিজের জীবনে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করতে চাস তাহলে এই উপদেশটা মেনে চল।”--- যিশু খ্রিষ্ট।

---“ যদি কেউ তোরা প্রার্থনা করিস তাহলে মোটেই একজন কপট ব্যক্তির মতো প্রার্থনা করিস না। কারণ লোককে দেখানোর জন্য সভায় এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে তাদের ভালো লাগে। আমি তোকে সত্যি কথা বলছি,তারা তোদের এই কর্মের ফল পেয়ে গেছে।’--যিশু খ্রিষ্ট।

---“ যখন তুই প্রার্থনা করতে যাবে, তখন নিজের ঘরে যা এবং দরজা বন্ধ করে গুপ্তভাবে তাঁর প্রার্থনা কর। তখন তোর প্রভু, তোর সেই প্রার্থনার প্রতিফল দেবে।”--- যিশু খ্রিষ্ট।

---“সাবধানে থাকো, সতর্ক থাকো এবং প্রার্থনা করো। কারণ তুমি জানো না কখন তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।”--যিশু খ্রিষ্ট

সকলকে শুভ বড় দিন
এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।

সকলকে শুভ বড় দিন
এবং ইংরেজি
নতুন বছরের শুভেচ্ছা

মোবাইল --৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী সভাপতি
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।

ধারাবাহিক লেখা

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১৩

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।--মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

তুমি বিশ্বাস করো আর নাইবা করো ছানা হওয়ার কাজটি তোমার আগের জন্মে হয়ে আছে এ জন্মে শুধু রসোগোল্লা হওয়া বাকি আছে। আচমকা কথা শেষ করে দিলেন, রেবতীকে বললেন এবার এসো পরে দেখা হবে। আরো কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল তবুও ঋষভকে বেরিয়ে আসতে হলো। ঋষভ মাঝেমাঝে কিছু মনের ভাব প্রকাশে আবেগপ্রবন হয়ে ভুল করে বসে ,সম্পর্কের সীমা লঙ্ঘন করে বসে। যেমন আজ ফেরারপথে নামতে নামতে ঋষী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাঁ হাত দিয়ে রেবতীকে জড়িয়ে ধরে, অসাবধানে হাতটি গিয়ে পড়ে রেবতীর স্তনে। রেবতী কেঁপে ওঠে ঋষীও বুঝতেপেরে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে-- রিয়েলি ভেরি সরি। হোপ ইউ উইল নট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি। আই নো ইউ নীড নট টু গিভ এনি এক্সপ্লেনেসনস।আমি তো তোমার বন্ধু তাই না।সেন্ট পারসেন্ট --মাঝেমধ্যে আমাকে একটু সহ্য করো।

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

SILIGURI BETHESDA MANDALI

GEORGE MAHBERT ROAD,SILIGURI

SUNDAY CHURCH SERVICE

TIME-- 10 AM

YOU ARE WELCOME TO VISIT OUR CHURCH FOR PRAYERS

CONTACT : 8670976307/8145740301

রেবতী হেসে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো।তোমার লাক সত্যি ভাল প্রগতি এদিকেই উঠে আসছে।

আরে প্রগতি এখন কোথা থেকে ফিরছিস। একটা জরুরি কাজ ছিল ওয়ার্কশপে,সেরে ফিরছি? তোর সাথে বেশ কয়েকদিন পর দেখা কোথায় গিয়েছিলিসি সঙ্গে উনি কে? বিকাশদার বাড়ি থেকে ফিরছি। রেবতী দুজনকে দুজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ঋষভ তোর সাথে কথা বলতে চায়। আগামীকাল বিকেলে তোদের চায়ের নিমন্ত্রন থাকলো-- তখনই কথা বলা যাবে।

প্রগতি বেশ শক্ত কাঠামোর তরুনী--বেশ কয়েক বছর হলো আশ্রম জয়েন করেছে। প্রথমেই মাতাজীকে বলে, আমাকে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ দেবেন। ওয়ার্কশপে কাজ করে আবার অবসর সময়ে সেতার বাজায় গানের গলাও খুব সুন্দর। বাড়ির ঘোর আপত্তিকে উপেক্ষা করে আশ্রমে চলে আসে বেশ ধনী পরিবারের মেয়ে। রাতের খাবারের জন্য ঋষী একরকম জোর করেই রেবতীকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকে। আমাদেরতো খাওয়ার ব্যবস্থা আছে শুধু শুধু কেন খরচ করবে বলোতো? কোনকিছুই শুধু নয় আমার জন্য তোমার বাড়ি ফেরা হলো না। আমার কাজতো প্রায় শেষের দিকে, আর হয়তো দেখা হবে না তাই যতটা সম্ভব তোমাকে কাছে পাওয়া যায় । ম্যাডামকে না নিয়ে চলে যাবে! ঋষী সবই বুঝলো। অ্যানি ও আমি খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ইন ফ্যাক্ট আমি ওকে দেখেই অনুপ্রানিত হয়ে এখানে এসেছি। কয়েকদিন পরেই এখানে সেটেল করবো। তুমি তাহলে আমারও সখী। অ্যানীর সাথে কবে দেখা হবে বলোতো? মনে হয় দুদিন পরে হবে-- কারণ দাদাজী ও ম্যাডাম দুজনেই দর্শনের পর কদিন খুব ব্যস্ত থাকেন। আমি ইকনোমিক্স নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী কমপ্লীট করে ভাবছিলাম কি করা যায়, এমন সময় অ্যানি ম্যাডাম এখানে জয়েন করতে বললেন সেই থেকে শুরু, নিজের অজান্তে কখন যে পথের পথিক হয়ে গেছি বলতে পারবো না। তুমি আমার প্রথম দিনের কথাবার্তায় খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলে তাই না? হ্যাঁ, সেটাইতো স্বাভাবিক। তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম। এখনো ভুল হয় তাই নিজের উপর নিজেই খুব রেগে যাই। আমার পি এইচ ডির রিসার্চ অনেকটাই এগিয়ে গেছে তবুও ভুল হচ্ছে। কি নিয়ে কাজ করছেন-- অসুবিধা না থাকলে বলো। আমার বিষয় হলো দ্য ডিভাইন ইকনোমি। শুনে ঋষী রীতিমতো চমকে গেলো। জানো আমার প্রধান গাইড হচ্ছে অনন্যা ডিসজা। আজ নয়, পরে বিষয়ে বলবো। ম্যাডামও রিসার্চ করছেন, এ বিষয়ে বলার থাকলে উনিই বলবেন। অ্যানির কথা যত জানছি ততই মনে হচ্ছে ও আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তবে এও ঠিক যদি এ জন্মে না পাই তবুও অপেক্ষা করবো। তোমার মধ্যেও দেখছি অন্য সুর শোনা যাচ্ছে এটাই স্বাভাবিক কারণ তুমিতো কোনদিন রিজিড ছিলে না, উল্টে খুবই ওপেন ছিলে তাই শক্ত নিরিখে সব দেখেছো। মনে রেখো অ্যানি বাইরে যাই হউক না কেন ভেতরে ও একজন সম্পূর্ন নারী যে চিরন্তন পুরুষের প্রেমের অপেক্ষায় আছে এবং তুমি সেই পুরুষ। ঋষীর আবেগ আবার উথলে উঠলো-- রেবতীর হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সটান চুমু খেলো। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ নেই -- চলো উঠি। তুমি আমার সাথে থেকো। উঁহু তা হবে না। কেন হবে না? কারণ আমি তোমার সাথে নয় তোমার ভেতরে থাকতে চাই।

কিঁউ ভাইয়া চায় মে চিনি কিতনা চম্মচ ডালে? চিনি নহি ডালেঁতো ভি চলেগা। রেবতী নাম কি চিনি মালুম হোতা হ্যায় আপকি অন্দর চলা গিয়া হ্যায়। বিলকুল। সবাই খুব হেসে উঠলো। আমি রাজপুতানা অঞ্চলের মেয়ে। আমাদের শাড়িতে ছেলেমেয়ের সমান অধিকার। আমার মধ্যে মেয়েলি ভাবটা কম শারীরিক শক্তিতেও আমি যে কোন আমার বয়েসী পুরুষকে টক্কর দিতে পারি। আজ মাকে দেখিয়ে বলে ঋষীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। অগত্যা ঋষী হেসে বলে ঠিক হ্যায় আপ মুঝে কুর্সীসে হিলা দিজিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও প্রগতি পারলো না। আরে বাহ। আপতো বহুত জবরদস্ত ইন্সান হ্যাঁয়, পর ম্যাঁয় হার নহী মান রহী হুঁ। রিং মে আপ আইয়ে। আপভী থোরা দেখিয়ে বলে ঋষী প্রগতীকে চোখের পলকে ঘুমন্ত শিশুকে তার বাবা যেভাবে দুহাতে তুলে নেয় সেভাবে তুলে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল-- বহেন সো মত জানা। হাসির রোল পড়ে গেল। (ক্রমশ)

HAPPY MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR TO ALL

BETHEL ENGLISH SCHOOL

M. M . TERAI, P.O. PANIGHATA, DISTT. DARJEELING , W.B--734423

E MAIL : jocintabethel2000@gmail.com

principal : Rev Jocinta K.D.

Mobile: +91 95475 08180

করোনা কলি

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল

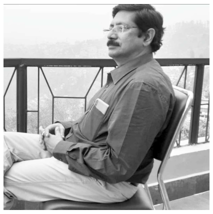

২০২০ সাল
রহিবে মনে চিরকাল,
করোনার উদয়
সারা বিশ্বে মহাপ্রলয়,
আনিল আতঙ্ক সকলই মনে
মাস্ক পড়িল জনে জনে--
দরিদ্রের মাঝে উঠিল হাহাকার
জীবিকা সংশয়ে চিন্তা বারংবার
কবে কাটিবে করোনা বিপদ
ফিরিয়া পাইব আপন সম্পদ।
অনেকে হারাইল তার আত্মীয় পরিজন,
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কাটাইছে জীবন,
বাড়াইল হাত সমাজসেবী, সিস্টার, ডাক্তার
কর জোড়ে তাহাদের করি নমস্কার।

নির্লিপ্ত আমি

অর্পিতা রায়চৌধুরী
(বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট গেট নম্বর এক, শিলিগুড়ি)

শ্মশানে আজ উপচে পড়ছে পৃথিবী---
চুল্লিতে একে একে দাহ হচ্ছে শহর পল্লী গ্রাম
দাহ হচ্ছে সমাজ,
রাস্তায় রাস্তায় নেমে এসেছে মিড লাইফ ক্রাইসিস
ঘড়ির কাঁটা খুঁজছে বৃদ্ধাশ্রম।
ব্যস্ত রাস্তার ধারে ঘুমন্ত ফুটপাতে
রং চটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার ছায়া,
আমি মানুষটা বহু যুগ পূর্বেই হয়েছি দাহ!
ডান হাতের আঙুলে জ্বলছে সস্তা বিড়ি
বাঁ হাতে খবরের কাগজে রঙিন কেচ্ছার ভিড়।
শাড়ির আঁচলের গিট থেকে দশ টাকা হাতে দিয়ে,
মা বলেছিলো-' যাওয়ার পথে মন্দিরে দিয়ে যাস বাবু'--
মা জানে আমি রোজ অফিসে যাই।
মা জানে আমি মাস গেলে হাজার বিশেক টাকা!

এলোরে নতুন বছর

বিপ্লব সরকার (পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

এলো এলোরে আজ নতুন বছর
স্বাগত জানাই তোমায়
অনেক পেয়েছি অনেক হারিয়েছি
আর না হারাই তোমাকে
নতুন নামে ডাকবে মোরে
সুন্দর কমল ফুটবে বলে
দূর হয়ে যাক মনের ব্যথা
যাক চলে যাক দুঃখ বেদনা
আবার এসো নতুন করে
নতুন জীবনের ছন্দমিলায়ে
আসুক বাঁধা আসুকদ্বিধা
সইবো সবে আমরা নীরবে।

CA. GHANASHYAM MISHRA
F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner
SAHA & MAJUMDER
Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

আত্মবিকাশ

রিতু সূত্রধর (শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী)

ব্যস্ত পৃথিবী, ব্যস্ত শহর ব্যস্ত এই সমাজ,
সবার মাঝে বেঁচে থাকার তাগিদ দেয় না যে অবকাশ ।
কিজানি কিসের আকর্ষনে জড়িয়ে এই আস্তরনে,
করিনা হদিশ চারপাশে কে আছে কোনখানে ন্যায় এই বিশিষ্ট
ব্যক্তি এসে দাঁড়ান পাশে।
খুলে দেন বিভিন্ন প্রশস্ত পথ এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে,
শুধুমাত্র এখানেই সীমিত নন তিনি, উপস্থিত
রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন প্রাঙ্গনে
পরিবেশদূষণ, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব সহায়তা
করছেন রক্তদানেও।
শুধুমাত্র ইতিবাচক ভাবনাকে সঙ্গী করে সমাজের
কল্যান করায় যার একমাত্র অভিযান।
মানবদরদী, পরোপকারী এহেন ব্যক্তিকে জানাই
আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।
ছাত্রছাত্রী যুবসমাজ অমূল্য সম্পদ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ,
তাদের একাগ্র ও একনিষ্ঠ করতে জ্ঞানের ভান্ডার বই-ই
হল একমাত্র উপযুক্ত পথ।
এবিষয়েও অসচেতন নন তিনি, রয়েছে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি,
বই-ই হল একমাত্র গতি, এই সচেতনতায় করছেন
নিত্যনতুন গান ও কবিতার সৃষ্টি।
দেশ ও সমাজের প্রতি ভালবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য
পালন করায় একমাত্র লক্ষ্য যাঁর।
দেশ ও দশের গর্ব এহেন ব্যক্তির সান্নিধ্য কামনা করি,
কেননা অনেক কিছুই আছে জানবার।

বড় দিন

অর্পিতা দে সরকার
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

বড় দিন বড় দিন
আবার এগিয়ে এল সেই বিশেষ দিন
রাত পোহালেই বড় দিন
মহান যীশুর শুভ জন্মদিন
আলোর ফোয়ারায় সেজে উঠবে চার্চগুলো
সেজে উঠবে আলোর সাজে শহর
হাজার রকম কেকের সম্ভার
ভরিয়ে দেবে দোকান
ঝোলা কাঁধে উপহারের সাথে
আসবে সান্টা সংগোপনে
উপহার রেখে মাথার উপর
ঘুমন্ত শিশু আশা রাখে তাঁর উপর
আরেক দিকে আর এক রুপ
দরিদ্রতার চরম রুপ
না খেতে পাওয়া, শীতের শিকার
শিশুগুলোও কি পাবে উপহার?
সান্টা তুমি তোমার ঝুলি থেকে
পার না তাদের দরিদ্রতা, কষ্ট কমাতে?
উপহার, খাদ্য, ওষুধ , শীতের বস্ত্র, জামাকাপড় দিয়ে?
এবার এসে সান্টা তুমি
করোনাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে
এতদিনের ধনীদরিদ্রের অসীম লড়াই
চিরতরে থামিয়ে দিয়ে
আশা রাখি চেষ্টা নিয়ে সাথে
করোনা বিধি মেনে চলে
সান্টা দাদু করবে জাদু
দুঃখ-- অসুখ পালিয়ে যাবে
করোনা যাবে চিরতরে
খেলবে শিশু, মিলবে সাথি
বড় দিন হয়ে উঠুক আর্শীবাদের বড় দিন।

দেবতা আছেন সবার অন্তরে

মুকুল দাস (বয়স-৯৭),
শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

এই নব্য যুগে দেবতার মন্দিরে যাই
দেবতা দর্শন করি।
দ্বারে দ্বারে ঘুরি, কত কথার ফুলঝুড়ি.
আগে চাই পয়সা, পরে দর্শন দেবতা।
আগে বাক্সে ফেলো টাকা,
তা না হলে সবি ফাঁকা।
এই হলো নব্য যুগের চেহারা।
পূজারী বলে-- আগে দাম দাও,
পরে প্রসাদ নাও।
টিকিট ঘরের লোক বলে---
আগে টিকিট করো, পরে ঠাকুর দর্শন করো।
তা না হলে ডাকবো রাজা, দেখবে মজা।
এলেন রাজা মহাশয়। রাজা বলে---
প্রজাগণতোমরা কহ, মন্দিরে দেবতা নাই,
প্রজাগণ বলে---
না মহারাজ, আমরা তা বলি নাই।
রাজা কহে--
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা গরিয়াছি দেবতা।
পূজায় রেখেছি ব্রাহ্মন পূজারী।
প্রজাগণ---
মন্দির হয়েছে অহংকারে ভারি।
লক্ষ লক্ষ অনাহারে আছে ক্ষুধার্ত ভিখারী
মহারাজ দেখেছেন কি চক্ষু মেলিয়া?
চলেছেন শুধু ঠকবাজ করিয়া।
মহারাজ বলে---
এতদিন বুঝি নাই কিছু,
ছুটেছি শুধু দেবতার পিছু পিছু।
এতদিনে বুঝিলাম,
দেবতা নাই মন্দিরে,
দেবতা আছেন সবার অন্তরে।।

যীশু খ্রীষ্ট

অনিল সাহা
(সারদা পল্লী শিবমন্দির, উত্তরের প্রয়াসের সম্পাদক)

বেথেল হেমের সরাইখানায় আস্তাবলে ছোট্ট এক শিশু
ইহুদী জননীর গর্ভে জন্ম নিলেন যীশু।
পিতা যোসেফ আর মাতা মেরী মহান
সূত্রধরের কাজে পিতার সাথে যীশু অম্লান
গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাঠের কাজ করতেন যোসেফ, দরিদ্র মানুষ
ঈশ্বর চিন্তায় আত্মহারা হয়ে যীশু মাঝে মাঝেই হতেন বেহুশ।
যীশু বলতেন মানুষই ঈশ্বরের সন্তান
ঈশ্বরই ঘটাবেন মানুষের দুঃখ যন্ত্রনার অবসান।
নিরন্ন দরিদ্রকে অন্নদান করে খাওয়ায়
আর্ত ব্যথিত বস্ত্রহীনকে , বস্ত্রদান করে বসন পরায়।
আত্মত্যাগের দৃঢ়তার দ্বারা বুদ্ধি লাভ করে
দুঃখ স্বীকারের দ্বারা প্রকৃত গৌরব ও মহত্ব লাভ করে
রক্ষনশীল সম্প্রদায়ের লোক অপপ্রচার করে।
ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে যীশুকে দেয় হুঁশিয়ারী
অবশেষে যীশুকে তারা তুলে দেয় বিদেশী শাসনকর্তার হাতে
তারা যে সবাই ষড়যন্ত্রকারী।
অভিযোগে যীশু দোষী সাব্যস্ত হলেন।
ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হবে তারা এই বিধান দিলেন।
নিজের কাঁধেতে ক্রুশকাষ্ঠ তুলে নিলেন হাসিতে হাসিতে
জেরুজালেমের অন্যপ্রান্তে কালভরি নামক বধ্যভূমিতে
৩০ খ্রীঃ ৭ই এপ্রিল ক্রুশকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিলেন যীশু
হে ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমা করো, এরা নয় পশু।
যীশুর চোখে শুধু করুণার নদী
দুই চোখেতে শুধু ক্ষমা আর কৃপাদি।
হিংসায় জ্বলে ছাই হবে, পুড়ে
হাতুড়ি দিয়ে যতই আঘাত করো মোরে।
ধর্ম অন্তরের ভগবান অন্তরের ধন
সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান।

প্রধাননগরের চার্চে অনুষ্ঠান

ফাদার নরেশ বেক

জয় যীশু। সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। এবারও ২০২১ সালের বড় দিনের জন্য আমাদের প্রধান নগরের চার্চ অফ আওয়ার লেডি ক্যুইনে অনুষ্ঠান রয়েছে। ২৪ তারিখ সকাল সাড়ে আটটায় চার্চ সার্ভিস। সকলকে আমরা সেখানে স্বাগত জানাচ্ছি। ২৫ তারিখ সকাল সাতটা থেকে চার্চ সার্ভিস শুরু।

বড় দিনের এই উৎসব সকলের কাছে মেলামেশার এক উৎসব। এ উৎসব শুধু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নয়। আমাদের সকলের মুক্তির জন্য পিতা পরমেশ্বর পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র সন্তানকে পাঠিয়েছিলেন। শুধু মানুষের মুক্তির জন্য নয়, সমস্ত প্রানীর মুক্তির জন্য পরমেশ্বর প্রভু যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আজ আমাদের পরস্পর বিভেদ না করে প্রেম, শান্তি, বিশ্বাস বেশি বেশি করে প্রয়োজন।

প্রভু যীশু আমাদের সঙ্গে আছেন। আজ আমাদের যে দুঃখ যন্ত্রণা চলছে তা থেকে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবো প্রভুর কৃপায়। প্রভু যীশুর কৃপায় বহু দৃষ্টিহীন. অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়েছেন। তাঁরা সকলেই প্রভু যীশুর ওপর ভরসা রেখেছেন বা আস্থা রেখেছেন। শেষে প্রভুর কৃপাতেই তাঁরা ভালো হয়েছেন। তেমনভাবেই আমাদের আস্থা রাখতে হবে প্রভুর ওপর। তিনিই আমাদের এই অসহায় যন্ত্রণাগ্রস্থ অবস্থা থেকে রক্ষা করবেন। (লেখক শিলিগুড়ি প্রধাননগরের চার্চ অফ আওয়ার লেডি কুইনের ভারপ্রাপ্তপ্রধান ফাদার।)

কিভাবে ভালো কাজ করবেন

সুভাষ স্যামুয়েল

সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা ইংরেজি নববর্ষের । আমি শিলিগুড়ি শালবাড়ির বেথেল থিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে কিছু প্রশিক্ষন দিই। সেখানে নিয়মিত ক্লাস নিই। মানুষ ভালো কাজ করুক, ভালো কাজ করে মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাক সেটাই আমি শিখিয়ে চলেছি। ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর সকলের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে রেখেছেন পরমেশ্বর। কোথাও কোনও মানুষ যন্ত্রনাগ্রস্থ হলে বা দুঃখে থাকলে তার পাশে থাকার কথা বলছি আম ক্লাসের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর ধরেই আমি এই কাজ করে চলেছি। মনের মধ্যে ভালো কিছু করার উৎসাহ আমরা দিয়ে চলেছি। প্রথমে আমরা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে তাদের স্কুলে ভর্তি করি। সেই সব ছেলেমেয়েকে তাদের বাবামায়েরা পড়াতে পারছিলেন না। আর সেই সব ছেলেমেয়েরা আর বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ নার্স হয়ে মানুষের সেবা করছে, কেউ ডাক্তার হয়েছেন, কেউ আইনজীবী হয়েছেন, কেউ ব্যাঙ্কে কাজ করছেন। আর সেই সব কাজের সময় তারা সমাজের সেবা করে চলেছেন। আমরা সেই সব পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সময় গুরুত্ব দিই যে তোমরা বড় হয়ে যে যার চাকরি করো না কেন, সমাজের সেবা করার কাজ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ থেকে কখনও পিছিয়ে আসবে না।

আজ থেকে ২০২১ বছর আগে প্রভু যীশুমসি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরন করতে হয় বাইবেলকে। পরমেশ্বর জগৎতে এতটাই ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে দান করলেন যাতে সবাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন এবং তাদের বিনাশ যাতে না হয় এবং তারা যেন অনন্ত জীবন পায়। এজন্য শুধু ভারতেই নয়, গোটা পৃথিবীতেই বিভিন্ন মানুষ বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করেন উৎসাহের সঙ্গে। বড় দিনে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান হয়। প্রভু যীশুর উপাসনা হয় সর্বত্র। মরিয়ম এক কুমারী স্ত্রী ছিলেন। স্বর্গ দূত তাঁকে বার্তা দিয়েছিলেন যে তোমার যে পুত্র হতে চলেছে সেই পুত্র পরমেশ্বরের পুত্র হিসাবে চিহ্নিত হবে। স্বর্গদূতের বাণী বিশ্বাস করেছিলেন মরিয়ম। এরপর প্রভু যীশুমসির আবির্ভাব ঘটেছিলো। মানুষের রুপ নিয়ে প্রভু যীশুমসি পৃথিবীতে এসেছিলেন। প্রভু যীশুমসি এরপর সেবা আর সেবা করে গিয়েছেন। অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রভু যীশুমসি ঘটিয়ে গিয়েছেন। প্রভু যীশু আমাদের সকলের উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন। আমাদের নতুন জীবন দিতে তিনি এসেছিলেন। প্রেম, অহিংসা, ন্যায়ের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সকলের মধ্যে। আমরা তাঁর অনুসরনকারী।

বড়দিনে আমরা শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবো। নাটক হবে প্রভু যীশুর আবির্ভাব নিয়ে। তার সঙ্গে ক্যারল সঙ্গীত হবে। সকলকে আমরা শুভেচ্ছা জানাবো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নতুন বছরেও আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এটাই চাই। নতুন বছরে আমরা যাতে আরও ভালো ভালো কাজ করতে পারি সেই প্রার্থনাও রইলো। (লেখক একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষানুরাগী। বিহারের কাটিহারে তিনি বহু পিছিয়ে পড়া গরিব ছেলেমেয়েকে বিনা পয়সায় পড়ালেখা শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিলিগুড়ি শালবাড়ি বেথেল থিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে তিনি ছেলেমেয়েদের ভালো কাজ করার প্রশিক্ষন দিয়ে চলেছেন। অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর প্রশিক্ষন নিয়ে হতাশা কাটিয়ে উঠেছেন এবং ভালো কাজ করছেন।

সকলকে শুভ বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা

আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষন) প্রকাশিত

আত্ম ও মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীতে এই প্রথম বাংলা ভাষার কোনও বই প্রকাশিত হল

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি।

বড়দিনে প্রেম বিতরন করা হবে

ফিরোজ তামাং

নমস্কার সকলকে। শুভেচ্ছা বড় দিন এবং নতুন বছরের। শালবাড়ি মেথিবাড়িতে আমার বাড়ি। শালবাড়িতে বেথেল থিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউট রয়েছে আমাদের। এখানে আমরা মানুষকে ভালো হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকি। ২৫ ডিসেম্বর বড দিনে আমরা প্রেম বিতরন করবো বেশি বেশি করে। সেদিন আমাদের এখানে শিশু ও তাদের অভিভাবকরা কেউ নাচবে, কেউ গাইবে, কেউ আবৃত্তি পাঠ করবে। প্রভু যীশুমসির ওপর আলোচনা হবে। প্রভু যীশুমসি কেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সব নিয়েই আলোচনা হবে। সেই সব অনুষ্ঠানই হোল আমাদের প্রেম বিতরনের অনুষ্ঠান ।প্রভু যীশু ছিলেন পরমেশ্বরের সন্তান। তিনি মানুষের ভালো করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। প্রভু যীশুকে স্মরন করে আমাদের আরও বেশি বেশি করে মানুষের সেবায় মনোযোগ দিতে হবে। নতুন বছরের ভাবনায় বলবো, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেননা করোনা এখনও বিদায় নেয়নি। নতুন ভাইরাস ওমিক্রন আসছে। তাই করোনা ঠেকানোর যত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে সব আমাদের মেনে চলতে হবে।

ক্যালেন্ডার বিলির ভাবনা

ড্যানিয়েল শ্রেষ্ঠা

নমস্কার সকলকে।

আমি মাটিগাড়ার খাপরাইলে থাকি। শালবাড়ির বেথেল থিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে আমি ছেলেমেয়েদের পরমেশ্বর সম্পর্কে কিছু শেখাই। আমাদের চার্চে প্রভু যীশুমসির ওপর আলোচনা হবে। পরমেশ্বর একমাত্র পুত্র যীশুমসিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু যীশুমসি আমাদের মধ্যে প্রেম, অহিংসা, শান্তির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। ২৫ ডিসেম্বর আমরা সেকথাই বেশি করে প্রচার করবো। সেদিন আমাদের সিটি সেন্টারে অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রয়েছে। সেখানে ভজন সহ অন্য অনুষ্ঠান হবে। এর আগে আমরা সিটি সেন্টারের অনুষ্ঠানে ক্যালেন্ডার বিলি করেছি। এবারও নতুন বছরের জন্য সেই ক্যালেন্ডার বিলির চেষ্টা করবো। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। এখনও করোনা চলছে। বহু মানুষ কষ্টে আছেন। অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অনেকের কাজ নেই। সেই দিক মাথায় নিয়ে আমাদের সেবামূলক ভাবনা রাখতে হবে। করোনা সচেতনতা মেনে চলতে হবে। নতুন বছর সকলের ভালো হোক, এটাই থাকলো প্রার্থনা।

With Best Compliments From--

T.K.S.

M/S TAPAN KUMAR SAHA AND SAMRAT SAHA

Potato, Onion, Fruits & Vegetable Commission Agent

T/G-17,REGULATED MARKET
MALLAGURI,SILIGIRI,DARJEELING

**Phone : 9832052644/9749309808
0353-2577988**

নতুন বছরের ভাবনা

উৎপল সরকার

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা। বিগত দুবছর ধরে আমাদের সকলের লড়াই চলছে। সেই লড়াই হলো করোনার বিরুদ্ধে। বহু মানুষের প্রান চলে গিয়েছে করোনায়। অনেক অসুস্থ হয়েছেন। তার থেকেও ভয়ঙ্কর ঘটনা হলো, বহু মানুষের কাজ চলে গিয়েছে। অনেকেই বেকার হয়ে গিয়েছেন। ব্যবসা বাণিজ্য তলানিতে ঠেকেছে। লকডাউন আর লকডাউন হতে থাকায় শিল্প কারখানা অনেক বন্ধ গিয়েছে। অনেক শিল্প কারখানা চালু থাকলেও উৎপাদন কমে গিয়েছে। কারখানার উৎপাদন কম থাকায় অনেক কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। এরমধ্যেই দাঁত দাঁত চেপে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। শিলিগুড়ি শিল্প তালুকেও আমাদের লড়াই চলছে। এরমধ্যেই আমরা সংগঠন থেকে দফায় দফায় টিকাকরনের উদ্যোগ নিয়েছি। সব শ্রমিক কর্মচারি যাতে সুস্থ থাকেন সেই চেষ্টা করেছি আমরা। সেই চেষ্টাতেই দফায় দফায় টিকাকরনের উদ্যোগ। এরমধ্যেই আসছে নতুন বছর ২০২২। নতুন বছর শুরুর মুখেও উদ্বেগ করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন। তাই আমাদের লড়াই থামিয়ে দিলে চলবে না। করোনা বিদায় নেয়নি। তাই সতর্কতা চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা, দূরত্ব বজায় রাখা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া প্রভৃতি। করোনাকে হারিয়ে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য। শিল্প কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান হলে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও অনেকটা কমানো সম্ভব হবে। সবাই ভালো থাকুন,সুস্থ থাকুন। সকলকে শুভেচ্ছা ।(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক।)

I (Fr. Naresh Beck)Wish you all a very happy Christmas & happy New year 2022. May baby Jesus brings and give you all His joy and love. May He bless us all in this pandemic time and protect us all. I also wish you everyone a happy New year. All have new thoughts and have the changed life. We should have out our old self and become new person and have the positive thoughts towards all.

Thank you

Fr. Naresh Beck

OUR LADY QUEEN CATHOLIC CHURCH,

Pradhan Nagar, Siliguri

প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা

প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া

প্রেইস দ্য লর্ড। প্রথমেই একটু বলি যে পরস্পরের মধ্যে প্রেম, শান্তি, ক্ষমা, স্যাকরিফাইস এবং অন্যের সেবা করা যিনি শিখিয়েছেন সেই ঈশ্বর পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনই বড় দিন, শুভ দিন।

ক্রিস্টমাস শান্তির বার্তা আনে। পবিত্র বাইবেলে যীশুকে শান্তির রাজকুমার নামে বলা হয়। যীশু সবসময় সাক্ষাতে বলতেন শান্তি তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক। শান্তি বিনা কোনো ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ঘৃণা, ঝগড়া, হিংসা ইত্যাদির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তবেইতো বাইবেল এর লুক লিখিত সুসমাচার ২ঃ১৪-তে লেখা আছে-- আকাশে ঈশ্বরের মহিমা আর পৃথিবীতে মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে হানাহানি, ঘৃনা-হিংসা-আতঙ্ক-ভয়ভীতিতে ভরে গিয়েছে। এই সময় ক্রিস্টমাসের শুভ বার্তা আমাদের হৃদয়ে প্রেম শান্তি ,ক্ষমা এবং একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আসুক। (লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি চম্পাসারির সমর নগরে। তিনি একজন সমাজসেবীও। তিনি শিলিগুড়ি প্রধান নগরের চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত।)

বড় দিনকে সামনে রেখে সামাজিক কাজ

কৌস্তুভ দত্ত

সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। ডিসেম্বর মাস বড়দিনের মাস। ইতিমধ্যেই বড় দিনের কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে যারা আমরা যারা যীশুখ্রীস্টের অনুসারী। আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা সাজ সাজ রব শুরু হয় এই সময়। স্ত্রী পুত্রের আব্দার নতুন পোষাকের। বড় দিন ২৫ ডিসেম্বর হলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়। ক্যারল গান, সামাজিক কাজকর্ম এবারেও আমরা করছি। ১৩ ডিসেম্বর আমরা চলে যাই আলিপুরদুয়ার। সেখানকার প্রান্তিক মহিলাদের হাতে শীত বস্ত্র এবং তাদের ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু উপহার তুলে দেবো। আমাদের ছোট্ট সন্তান ক্রিস্টভ সান্তক্লজ সেজে উপহার তুলে দেবে। প্রতিবছরই আমরা বড় দিনকে সামনে রেখে এরকম উপহার বিতরন করে থাকি। আসলে বড় দিনই হলো পৃথিবীর মানুষের কাছে বড় উপহার । বড়দিন, যাকে নিয়ে আমরা এই উৎসব পালন করি, তিনি হলেন জগতের উদ্ধারকর্তা বা মানবজাতির পরিত্রাতা   প্রভু যীশুখ্রীষ্ট। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন পৃথিবীর মানবজাতির জন্য ছিলেন এক উপহারস্বরুপ। পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর এই জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন। সেই একজাত পুত্র হলেন প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যাকে ঈশ্বর এই জগতের জন্য দান করেছেন। উপহারস্বরুপ দান করেছেন । যিনি যীশুখ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবেন তিনি বিনষ্ট হবেন না, শাশ্বত জীবন লাভ করবেন। আমার স্ত্রী রোজলি সহ দুই পুত্র নিয়ে সারা বছর ধরে কিছু না কিছু সামাজিক ও মানবিক কাজ করি। মানুষের সেবা করতে আমরা ভালোবাসি। আর প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের কাছে শক্তি। সমস্ত কাজের প্রেরনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। (লেখক শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রির প্রধান কর্মকর্তা। কাওয়াখালির স্যুইট হোমেরও প্রধান কর্তা তিনি। কৌস্তুভ এবং তার স্ত্রী রোজলি সামাজিক ও মানবিক কাজে গোটা উত্তরবঙ্গে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন।)

ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা হিসাব বিভাগের একজন উচ্চতম আধিকারিক তথা লেখক শ্রীরমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ ‘জীবন সাগর প্রান্তে’ যা একটু ভিন্ন ধর্মী, প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে।

সৌজন্যে ঃ

সজল কুমার গুহ,

সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখা।

শুভ বড়দিন প্রত্যেকের জীবনে বহন করে আনুক নিরুদ্বেগ , বিশ্রাম ও শান্তি। যেমন প্রভু যীশু বলেছেন,‘ হে পরিশ্রান্ত ভারক্লান্ত মানুষ তোমরা আমার কাছে আইস- আমি তোমাদের বিশ্রাম প্রদান করিব’, মথি ১১ঃ২৮ (পবিত্র বাইবেল)

সকলকে জানাই শুভ বড়দিনের এবং নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা--

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী ও পরিবার,

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি।

মানবতার সঙ্গে যুক্ত যীশুখ্রীষ্টের নাম

স্বদীপ্ত স্যামুয়েল

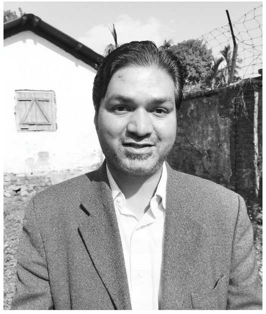

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি শালবাড়ির বেথেল চার্চ ইন্সটিটিউট থেকে বলছি।আপনারা সবাই মিলে বডদিনের অনুষ্ঠান পালন করুন। এই অনুষ্ঠান মানবতার সঙ্গে যুক্ত। কেননা প্রভু যীশুখ্রীষ্ট মানবতার জন্য এসেছিলেন পৃথিবীতে। তিনি মানুষকে সৎ ভাবে থাকার রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের অন্যকে প্রেম করার বার্তা দিয়েছেন। তিনি অন্যদের সেবা করতেও আমাদের শিখিয়েছেন। আমরা বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন থেকে নানা অনুষ্ঠান করবো। কেউ নাটক করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কেউ গানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ কবিতা পাঠ করবেন প্রভু যীশুর ওপর। এই অনুষ্টান সকলের, এই অনুষ্ঠান শুধু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নয়।

প্রভু যীশু আমাদের শিখিয়েছেন সংসারে আমাদের অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আশা রাখতে হবে। ইতিবাচক ভাবনা রাখতে হবে আমাদের। নতুন বছরের প্রত্যাশায় আমরা থাকলাম। নতুন বছর আরও ভালো হবে এই আশায় রয়েছি। গত দুবছর ধরে আমরা সবাই ধৈর্য্যে ধরে লড়াই করেছি। সরকারের কথা শুনে চলেছি আমরা। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর পাশাপাশি আমরা আগামীতেও আরও এগিয়ে যাবো। এই প্রার্থনা থাকলো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা। তিনি একজন সমাজসেবীও।)

ওমিক্রন চিন্তায় ফেলেছে

বাপন মন্ডল

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। নতুন বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছাও থাকলো। ২০২১ সালে পুজোর আগে আমাদের উত্তরবঙ্গে পর্যটন নতুন ভাবে চাঙ্গা হচ্ছিলো। বিশেষ করে করোনার বিপদ কাটিয়ে। আমরা ভেবেছিলাম, করোনা পর্বে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো হয়তো এবারে তা ঘুরে দাঁড়াবে। কিছুটা আশার আলো দেখছিলাম। কিন্তু নতুন ভাইরাস ওমিক্রন চিন্তায় ফেলেছে। বড় দিন এবং নতুন বছরের জন্য অনেক বুকিং এসেছিলো পাহাড় ও ডুয়ার্সে। কিন্তু অনেকেই ওমিক্রনের ভয়ে বুকিং বাতিল করছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে যারা বুকিং করেছিলেন তারা সকলে পিছিয়ে পড়েছেন। এখন যা বুকিং হয়েছে বা আছে তা সব এ রাজ্য থেকে। রাজ্যের বাইরের পর্যটকদের বুকিং প্রায় নেই বললেই চলে, এতে আমরা কিছুটা আশাহত। তবে২০২০ সালে যেভাবে পর্যটকবিহীন অবস্থায় বসেছিলাম, তার থেকে অবস্থা কিছুটা ভালো। আমরা এখন চাই, পর্যটক আসুক বেশি বেশি করে। বিদেশের পর্যটক অনেকদিন আসছেন না। ভিন রাজ্যের পর্যটকও এখন আসা বন্ধ। তাই নতুন বছরে চাইবো করোনার মতো ব্যাধি পৃথিবী থেকে বিদায় নিক। আর করোনা থেকে পৃথিবী পুরোপুরি সুস্থ হলে পর্যটন আবার চাঙ্গা হবে। সবাই ভয়হীন ভাবে ভ্রমনে বের হতে পারবেন। একই সঙ্গে বলে রাখি এখন যারাই আসছেন বেড়াতে তাদের সকলকে আমরা সতর্কতা মেনে চলার কথা বলছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা। (লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের জয়ন্তী ট্রাভেলসের কর্ণধার।)

গরিব, অসহায় মানুষের মনে হাসি ফোটান

বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড

(বাগডোগরা ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশ)

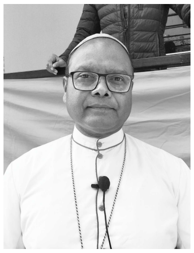

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা এবং নতুন ইংরেজি বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা। আমরা অধিকাংশ মানুষ বড় দিন পালন করে বাইরে থেকে। এই সময় অনেকে নতুন বস্ত্র, সাজগোজ, আলোকসজ্জা, ভালো খাওয়াদাওয়া করেন। তারা ভাবেন, এই ভাবেই বড় দিন উৎসব পালন করলেই হলো। এটা কিন্তু ঠিক নয়। বড় দিন পালনের সঠিক অর্থ বিষয়ে বলবো, আজও বহু মানুষ গরিব। বহু মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। বহু মানুষ আজও দুঃখে আছেন, অনেক মানুষের মনে শান্তি নেই। এইসব মানুষকে শান্তি দেওয়া, এই সব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হলো প্রকৃত বড় দিন পালনের সার্থকতা। যারা ন্যায় পাচ্ছে না, যারা শোষিত, যারা গরিব তাদের মুখে হাসি ফোটানোই হলো আসল কাজ। আর এতেই বড় দিন পালন সুখের হবে। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই আবারও।

নতুন বছরের শুরুতেও আমরা চার্চে প্রার্থনা করি

রুপেশ সিনহা (ববি)

নমস্কার সকলকে। আমার বাড়ি শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায়। শিলিগুড়ি জর্জ মবার্ট রোডে আমাদের চার্চ, শিলিগুড়ি বেথেসডা মন্ডলী। সেই চার্চের আমি প্রশাসক। ১৯৮০ সালে আমাদের এই চার্চের জন্ম হয়। সাত জন সদস্য মিলে প্রার্থনা সহকারে এই চার্চ শুরু হয়। সেটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আজকে এই চার্চের ১৮টি শাখা রয়েছে ডুয়ার্স, তরাই এবং পাহাড়ে। তাছাড়া আরও চারটে স্থানে আমাদের ফেলোশিপ হচ্ছে। রবিবার আমাদের চার্চ সার্ভিস সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত। তাছাড়া ইয়ূথদের সার্ভিস শনিবারে হয়। মায়েরা প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের সময়মতো তাদের সার্ভিস করেন।

ডিসেম্বর মাসটা একটু আনন্দের সময়। বিভিন্ন ভাবে আমরা তা উদযাপন করি। ২০ ডিসেম্বর আমরা মাটিগাড়াতে একটি স্থানে অনুষ্ঠান করছি। সেখানে অসহায় শিশুদের আমরা কিছু উপহার তুলে দেবো। তাদেরকে নিয়ে আমরা কিছু অনুষ্ঠানও করবো। ২১ ডিসেম্বর ক্যারল সঙ্গীত হবে । সেটা হবে আমাদের মেইন চার্চে দুপুর তিনটা থেকে ছটা পর্যন্ত। শিশুদের নিয়েই হবে সেই অনুষ্ঠান হবে। সেখানেও আমরা উপহার সামগ্রী তুলে দেবো। এরপর ২৫ তারিখে বড় দিনের সভা। নেপালি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই আমাদের মেইন চার্চে অনুষ্ঠান হবে। তারপর ৩১ ডিসেম্বর থ্যাঙ্কস গিভিং সার্ভিস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো থ্যাঙ্কস গিভিং সার্ভিসে।

জর্জ মবার্ট রোড নামটি শিলিগুড়িতে অনেকেই জানেন। জর্জ মবার্ট ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান। তার নামেই তৈরি হয়েছে এই রাস্তাটি। পুরনো দিনে এখানেই শিলিগুড়ির বড় দিনের মূল অনুষ্ঠান হোত। প্রভু যীশুর জন্মদিন এই ২৫ ডিসেম্বর। আমরা সারা বছর এই দিনটির জন্য মুখ উঁচিয়ে বসে থাকি। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে সবসময় রয়েছেন।

নতুন বছরে সাধারণত আমরা অনেকে পিকনিক করি, মজা করি। কিন্তু নতুন বছর ফার্স্ট জানুয়ারি আমাদের চার্চে কিন্তু নিউ ইয়ার সার্ভিস হয়। নিউ ইয়ারের প্রথম দিনে আমরা চার্চে প্রার্থনা করি। নতুন বছর যাতে সুন্দরভাবে কাটাতে পারি তার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলকে শুভ বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

অন্ধকার গ্রাম থেকে উঠে আসা ব্যতিক্রমী আলো শিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কোচবিহারের রসের কুঠি নামে এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তিনি বহু বছর আগে শিলিগুড়ি শহরে আসেন। তাঁর সেই গ্রামে ছিল না আলো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে একসময় তিনি শিলিগুড়ি শহরে প্রচুর সংগ্রাম করেছেন। কখনও শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে লিফটম্যানের কাজ করেছেন আবার কখনো কোনো স্থানে রাত পাহারার কাজ করেছেন। আজ তিনি নিজেই খুলেছেন প্রতিষ্ঠান। বহু মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম থেকে উঠে এসে আজ তিনি বিভিন্ন স্থানে আলো সাজানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

কিছুদিন আগে হলদিবাড়ির বিরাট সেতুতে আলো সাজানোর কাজটি তিনিই করেছেন। আজ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটর হিসাবে তিনি একটি পরিচিত নাম উত্তরবঙ্গে। আলো শিল্পীও বলা যায় তাকে। শুধু নিজস্ব ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটর হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রোগ্রুপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজই তিনি করছেন না, সামাজিক ও মানবিক কাজও তিনি করে চলেছেন। রাত-বিরেতে কারও রক্তের প্রয়োজন হলে তিনি তৈরি। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির তিনি প্রজেক্ট ডিরেক্টর। রক্ত দানের ব্যবস্থা করে প্রতিদিন তিনি সামাজিক কাজে অংশ নিচ্ছেন। আবার অসহায় নিপীড়িত মানুষদের জন্য বস্ত্র দানের অনুষ্ঠানও করছেন। বড় দিন ও নতুন বছরের আগে শিলিগুড়ি জ্যোতিনগরের বাসিন্দা সেই অন্যরকম ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ঘোষ জানালেন, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, মুমুর্ষ মানুষকে রক্ত দান বা মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহনই হলো প্রকৃত আনন্দের কাজ। চোখ দিয়ে দেখবার জন্যতো আলো প্রয়োজন কিন্তু সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতাই আসল আলোর কাজ। অপূর্ববাবুর এই সামাজিক ও মানবিক কাজ সর্বোপরি এগিয়ে যাওয়ার পিছনের বিরাট আলোর শক্তি হিসাবে কাজ করছে স্বামী বিবেকানন্দের বানী।

With Best Compliments From :

CELL. : +91 9733428885
+91 9832457627

ELECTRO GROUP

Electrical Contractar & Order Supplier

BINOY CHOWDHURY SARANI
JYOTI NAGAR, 2ND MILE
SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001

Email : electrogroupindia@gmail.com

ওমিক্রন ১০০

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী

সালটা ২০৫১--অর্থাৎ কিনা আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পরে। ক্লাস নাইনের ছাত্র অলোক তার নিজের ব্রেন এর ভিতরের ইনবিল্ট রিমোটের দ্বারা বাড়ির জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখছিলো ২০২০ এবং ২০২১ এর হওয়া করোনা মহামারীর কিছু ভিডিও। রিমোট আর টিপতে হয় না ব্রেন কম্যান্ড এর উপর চ্যানেল পরিবর্তন করা যায়---প্রযুক্তির উন্নতিতে সবই এখন মানসিক তরঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা যায়। দেখতে দেখতে সে পৌঁছেছিল ২০২১এর ডিসেম্বর মাসে, দেখছিলো বড় দিনের প্রস্তুতি-- দেখছিলো খবরের ঘন্টা ফেসবুকের কিছু লাইভ এবং রেকর্ডেড ভিডিও। একটি ভিডিও ক্লিপিংস তাকে আকৃষ্ট করলো-- কেন এই মহামারী এবং এই বিষয়ে বাইবেল কি বলছে। সেই বিষয়ে তিন চার জন বক্তা বাইবেল ভিত্তিক প্রায় একই উত্তর দিলেন, সেটা হলো মানুষের ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন এবং পাপ ও ব্যভিচারে ডুবে থাকা-- ভীষন আত্ম অহঙ্কার এবং অর্থের বাধন সম্পত্তির গর্ব এবং ঈশ্বর সৃষ্ট প্রকৃতিকে ধ্বংস করার প্রতিফল এবং অর্থ স্পৃহা। তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো--কিছু একটা উচ্চ স্বরে কথাবার্তা। জানালা দিয়ে দেখলো পাশের বাড়ির যতনবাবু তার ছেলেকে ধমকের সুরে বলছেন,‘ ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে তোকে ডাক্তার বানালাম, ৫০ লাখ টাকা খরচ করে ডিএনএ-জেনেটিক্স এতো কিছু করলাম কিন্তু তুই আজো ৫০০ টাকায় রুগী দেখিস---কিচ্ছু হবে না। একটা অবৈধ ক্লোন করে একটা সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদের জন্ম দিলে এক কোটি টাকা, সেটাও করিস না--শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আর আইএএস/আই পি এসদের ক্লোন করিস সেটাও আবার সরকার নির্ধারিত খুবই কম দরে! কিচ্ছু হবে না তোর দ্বারা।’

সেই দিন বিকেলেই অলোক তার রিস্ট ব্যান্ড এর পর্দায় খবর দেখলো ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পুনরায় কয়েকটি দেশে সংক্রমন ছড়ানো শুরু করেছে এবং এর ১০০তম প্রজাতি এক মিনিটেই ১০০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং যেটা ২০২১-ডেল্টা প্রজাতি পারতো মাত্র ৬ ফুট দূরত্ব। অলোক অস্ফুট স্বরে বললো-- বড় দিন আসবে পরম পিতা আর ভক্তদের মাধ্যমে আবারো মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের কথা বলবেন কিন্তু পরিবর্তন কি আসবে? আসেনি বলেই কি আবারো ওমিক্রন ১০০, অহঙ্কারী সভ্যতাকে ধ্বংস করতে ফিরে এলো!

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া নিবাসী। তিনি বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্ণধার।)

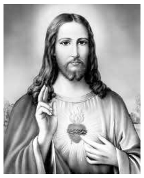

MAY THIS SEASON BE FULL OF LIGHT AND LAUGHTER FOR YOU AND YOUR FAMILY

FATHER KALYAN KISHOR TIRKI

XAVIER SONGEETANJALI
MATIGATA , SILIGURI

এবারেও পৌষ মেলা হচ্ছে না

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা

সকলকে বড় দিন এবং নতুন ইংরেজি বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছা। প্রতিবছর এই ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শিলিগুড়িতে সূর্যসেন পার্কের পাশে মহানন্দা নদীর চরে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা হয়ে আসছে। গতবছর করোনা পরিস্থিতির জন্য মেলা হয়নি। এবারেও তা হবে না। কারন ওই করোনা। করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন আবার দেখা দিয়েছে। তাই মানুষের স্বার্থে আমরা এবারও পৌষ মেলা স্থগিত রাখছি। অনেকে আমাদের প্রশ্ন করছেন, দিদি বই মেলা হচ্ছে, রাস মেলা হচ্ছে তবে পৌষ মেলা কেন হবে না? তাদের আমি বলছি, বই মেলা, পৌষ মেলা সেসব সরকারি বদান্যতায় হচ্ছে। আমরাতো বেসরকারিভাবে পৌষ মেলা করি। আমাদের অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় আর আমাদের মেলার জন্য করোনা ছড়াতে থাকলে তখন আবার এনিয়ে প্রশ্ন উঠবে। একথা ঠিক যে পৌষ মেলা বিগত কয়েকবছর ধরে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নৃত্য শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী সহ অন্য শিল্পীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। পৌষ মেলা এলেই শিল্পীদের মনে একটা উদ্দীপনা তৈরি হয়। বহু শিল্পীর প্রতিভা পৌষ মেলার মঞ্চ থেকে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মানুষের কথা ভাবতে হয়। করোনার প্রকোপ কমেনি। করোনা বিধি মেনে চলার দিন শেষ হয়ে যায়নি। তাই মেলার ভিড় করে আমরা করোনা ছড়িয়ে দিতে পারি না। তাই স্থগিত থাকছে। আগামী বছর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অবশ্যই মেলা হবে।

আর বড়দিন বিষয়ে বলবো, নিশ্চয়ই সব চার্চে বড় দিনের প্রার্থনা সভা হবে। প্রার্থনা সভা অবশ্যই হোক। কিন্তু সবই নিয়ম মেনে। সবাই যাতে ভালো থাকে সেদিকটি দেখা সকলের কর্তব্য। আর নতুন বছরের ভাবনায় বলবো, পরিবেশ সচেতনতা জরুরি। পরিবেশকে আমরা দিনের পর দিন ধ্বংস করে যাচ্ছি। আজ উষ্ণতা বাড়ছে। সময়ে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে না। শীতের সঠিক সময়ে শীত পড়ছে না। হঠাৎ হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে জলবায়ুর বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা অনেক গাছ শেষ করে ফেলেছি। উন্নয়নের জন্য গাছ কেটেছি কিন্তু বিকল্প বন ভূমি সৃষ্টি করতে পারিনি। ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে এবং ভুগতে হবে। আমরা শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদী নিয়ে আন্দোলন করছি। দিনের পর দিন ধরে মহানন্দা নদী নষ্ট করা হচ্ছে। নদী একটা শহরের প্রান। সেই নদী আজ আমরা মেরে ফেলছি। নদীর ধারে যে যার মতো বাড়িঘর বানিয়ে ফেলছে। নদীতে শহরের বর্জ্য নোংরা ফেলা হচ্ছে। নদী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ দূষিত হয়ে পড়েছে মহানন্দা নদী। কারও তাতে হুশ নেই। প্রশাসনকে আমরা বারবার সতর্ক করছি মহানন্দা নদীর দূষন সম্পর্কে। কিন্তু কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না আমাদের কথাকে। শেষে আমরা গ্রীন ট্রাইবুনালে মামলা করেছি। আমরা ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাবো। নদীতে যাতে কেউ প্লাস্টিক না ফেলে সেটা আমাদের দেখতে হবে। সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি অবশ্যই করতে হবে। তবে আমরা সবাই ভালো থাকবো। নতুন বছরে এটাই থাকলো ভাবনা। পরিবেশকে ভালো রাখতে হবে। সবুজায়ন চাই সর্বত্র। (লেখিকা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ। তিনি উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের প্রধান কর্ণধার।)

বড় দিনে বড় ভাবনা

সঞ্জীব শিকদার

আবার এসেছে বড় দিন। তার সঙ্গে আর একটি বছর আমরা পার করছি। নতুন বছর ২০২২ স্বাগত। বড় দিন এবং নতুন বছরের ভাবনায় আমাদের মনকে আরও বড় করে তুলতে হবে। মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষের সেবার ভাবনা আরও বেশি করে মনে আনতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর করোনা কিন্তু এখনও যায়নি। সেটা মাথায় রাখতে হবে। সকলকে শুভেচ্ছা। করোনা বিধি মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে এখনও।

(লেখক শিলিগুড়িতে বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক)

করোনা বিদায় নেয়নি

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

প্রথমেই সকলকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ২০১৯ সালের পর থেকে আমাদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানগুলো একটা গোলমেলে হয়েছে। বড় দিনও তার মধ্যে পড়ছে। বড় দিন শুধু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উৎসব নয়। বড় দিন এখন সকলের উৎসব। বিভিন্ন শিশু ও তাদের অভিভাবক সামিল হয় বড় দিনের উৎসবে। ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখের এই উৎসব বিভিন্ন শিশুর মনে বাড়তি প্রভাব নিয়ে আসে। বিশেষ করে আমাদের ঘরের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আজকাল ইংরেজি মাধ্যম বা খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করে। আর ২৫ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছর পর্যন্ত একটা ছুটি থাকে স্কুল। ছুটি মানেই একটা বাড়তি পরিকল্পনা। গরমের ছুটির সময় যেভাবে আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয়, সেভাবে বড় দিনের ছুটিকে ঘিরেও পরিকল্পনা হয়। কিভাবে বড় দিনের ছুটি উপভোগ করবো সেটাই থাকে অনেকের ভাবনায়।

বড় দিনের কেক কাটা, একটু বেড়াতে যাওয়া তার সঙ্গে অনেকেই আবার ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন জামাপ্যান্টের ব্যবস্থা করে। এর সঙ্গে শীত চলে আসে। শীতের গরম জামাকাপড় পড়া, মাথায় টুপি দেওয়া, সাজগোজ করা এই সময় একটা বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে আসে। আজকাল দুর্গা পুজোতে যেমন আমরা আনন্দ করি, বড় দিনও কিন্তু তেমন উৎসব আনন্দের নিয়ে আসছে আমাদের জীবনে। আলো দিয়ে বিভিন্ন স্থান সাজানো হয় বড় দিন উপলক্ষ্যে। একটু পিকনিকের মজা নেওয়া আর এখনতো ছেলেমেয়েরা অনলাইন ক্লাস করতে করতে হাপিয়ে উঠেছে। সবই ঠিক আছে কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে আনন্দটা একটু ফিকে হয়ে আসছে। কারণ করোনার দাপট। ইদানীং করোনা একটু কমলেও নতুন প্রজাতি ওমিক্রন আসছে ফলে সতর্কতায় ঢিলেমি দেওয়া চলবে না। মাস্ক পড়ে থাকা, দূরত্ব মেনে চলা, সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার মতো বিধিগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, করোনা বিদায় নিক পৃথিবী থেকে। সবাই ভালো থাকুক। নতুন বছর ২০২২ সাল যেন নতুন একটা সুস্থ পৃথিবীর বার্তা নিয়ে আসে আমাদের কাছে। নতুন বছরে আমরা চাই না আর লকডাউন হোক। সবাই যেন ভালো থাকে। এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক)

ব্যতিক্রমী সঙ্গীত শিল্পী আনন্দিতা দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরাতে রয়েছে এম এম তরাই আর সেখানে সামাজিক কাজ করে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছেন বেথেল স্কুলের অধ্যক্ষা রেভারেন্ড জোসিন্টা কে ডি। তাঁর কন্যা আনন্দিতা দাস সঙ্গীত শিল্পী হিসাবেও বিভিন্ন মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছেন। আনন্দিতা দাস মুম্বাইয়ের বিখ্যাত শিল্পী বিজয় বেনেডিক্ট এর সঙ্গে গান গেয়ে আসছেন। মুম্বাই গিয়ে অন্য বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গেও গান গেয়ে এসেছেন আনন্দিতা। তার সঙ্গে তাঁর বোন অভিনীতা দাস, অনামিকা দাস, অভিলাসা দাস এবং ভাই অভিষেক দাস সকলেই এলাকাতে নজির তৈরি করছেন। সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সকলেই যুক্ত। তারা এলাকাতে সঙ্গীত এবং সুস্থ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছেন। আর তাদের মা-তো তাদের সঙ্গে আছেনই। তারা এলাকাতে অনেক মানবিক কাজও করছেন। এখন চলছে তাদের বড় দিনের প্রস্তুতি। তারা সকলে মিলে একসঙ্গে ক্যারল সঙ্গীত গাইছেন। প্রার্থনা চলছে প্রভু যীশুর কাছে। তাদের বাড়িতে বেথেল চার্চও রয়েছে। একসময় রেভারেন্ড জোসিন্টা কে ডি প্রচন্ড লড়াই শুরু করেন সেখানে। অনেক দিন আগের ঘটনা। সেখানে ছিল জঙ্গল আর ছিল হাতির উৎপাত। হাতির তাড়া খেয়েও তারা সেখান থেকে সরে আসেননি। আজ তার ছেলেমেয়েরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এলাকাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই মূলত তাঁর এই সংগ্রাম।

সমগ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীকে আমাদের তরফ থেকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা --

RODA

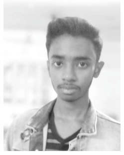

FRED

FREEDA

FRANK

RODA , FRED , FREEDA AND FRANK

NETAJI NAGAR , CHAMPASARI
SILIGURI-3

অনলাইন ক্লাসের সুবিধা ও অসুবিধা

রুপকথা চট্টোপাধ্যায় (লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

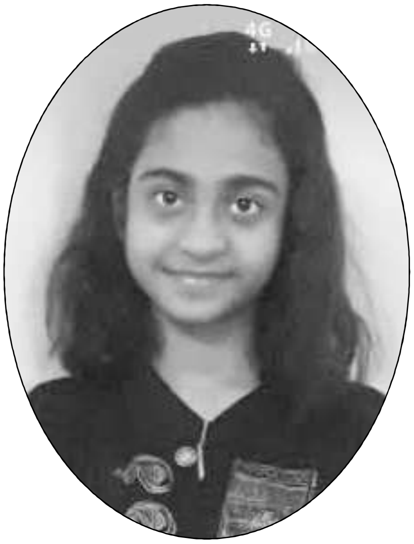

সারা বিশ্ব জুড়ে ২০২০ সাল থেকে চলছে কোভিড-১৯ এর মতো নতুন ভয়াবহ মহামারী। সব দেশেই প্রচুর মানুষ আক্রান্ত এবং সর্বত্রই চলছে মৃত্যুর মিছিল। আর তা মোকাবিলায় সব দেশ জুড়ে চলছে আংশিক লকডাউন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া দাম। এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে চলছে পুর কর্মী ও পুলিশের অক্লান্ত পরিশ্রম। আক্রান্তদের জন্য জীবন সুরক্ষার সংগ্রামে তাদের পাশাপাশি ব্রতী হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ।

এই অতিমারীর সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট পরিষেবা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য কারণ এর ফলেই ভারতবর্ষের প্রায় সব স্কুলেই অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা, শিক্ষকমন্ডলী এবং শিক্ষা কর্মীদের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থাপনা। শিলিগুড়িতেও আমাদের স্কুলে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থাপনায় আমরা সকল ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করতে পারছি। কিন্তু নতুন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন সুবিধে থাকে তেমনই থাকে কিছু অসুবিধা।

সুবিধাঃ-- ১) আমাদের ক্লাস , পরীক্ষা ও রেজাল্ট ঠিক সময়মতো এবং নিয়মিত নেওয়াদেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হচ্ছে না।

২)ঝড়বৃষ্টির দিনেও বাড়িতে বসে ক্লাস করতে পারছি এবং যাতায়াতের জন্য কোনো সময় নষ্ট হচ্ছে না, ৩) প্রতিটি বিষয়ে ওয়ার্কশিট পাওয়ার পরে আমরা নিজেরাই উত্তর লিখছি ও উত্তরপত্র পাওয়ার পরে সংশোধন করে নিতে পারছি, ৪)ক্লাস চলাকালীন পড়াগুলো ঠিকমতো না বুঝলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবার ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

অসুবিধাঃ ১) নেটওয়ার্কের গোলমাল হলে পড়ে ক্লাস করা যায় না। বৃষ্টির দিনে এটা প্রায়ই হচ্ছে। ২) প্রায় তিন-চার ঘন্টা একনাগাড়ে কম্পিউটার বা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে পড়াশোনা করার ফলে মাঝে মাঝে চোখ ব্যথা করে। ৩) স্কুলে না যাওয়ার ফলে শিক্ষকশিক্ষিকারা এবং সহপাঠীদের সাথে দেখা না হওয়ার জন্য মন খারাপ লাগে।

আমরা সবাই আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের জন্য করোনা টিকার ব্যবস্থা করা হবে এবং করোনার প্রকোপ একেবারে নির্মূল হবে। আমরা আবার আগের মতো স্কুলে গিয়ে আনন্দের সাথে পড়াশোনা করতে পারব এবং আমাদের সকল সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করতে পারব। বহুদিন পর স্কুলের পার্ক মাঠ সুইমিং পুল ফুলগাছ দেখে সব ছাত্রছাত্রীদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে।

মানুষের জীবনে আসুক--
চিন্তায় পরিবর্তন তাহলেই
পাল্টাবে পরিস্থিতি

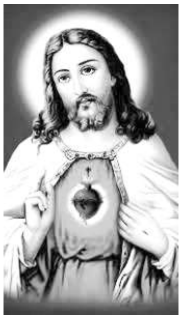

শুভ বড়দিন ও নববর্ষের
দিনগুলি মানব সমাজে নিয়ে
আসুক আনন্দ, সহমর্মিতা ও
পবিত্রতা

Better Tomorrow Foundation (N.G.O)

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি।

আগে যেমন দেখেছি বড়দিন

শান্তিলতা রায়

নমস্কার সকলকে। বড় দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। আমি শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরে বৈরাতিশাল নিউরঙ্গিয়াতে বসবাস করি। আমার বয়স এখন ৮৩। আমি আগে হায়দরপাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। এখন পেনশন পাই। আমার স্বামীর নাম অধীর কুমার রায়। ১৯৬৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর স্বামী প্রয়াত হয়েছেন। স্বামী বেংডুবিতে প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করতেন। তিনি স্টোর কীপার ছিলেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ভুল চিকিৎসা হয়েছিল তাঁর।

আমাদের ১৯৬৭ সালে বিয়ে হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে স্বামী অসুস্থ হন। বিয়ের দুবছর পর স্বামী প্রয়াত হন। ১৯৬৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর আমাদের নিয়ম অনুসারে তাঁর মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি সেভক রোড লাগোয়া বাঁশিপাল কলোনিতে। তখন ওই এলাকাটি কবরস্থান হিসাবে চিহ্নিত ছিলো। কিন্তু আমার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলেন। তারা বললেন, সেখানে কবর দিতে দেওয়া হবে না। তারা সেখানে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছেন। আমাদের পাস্টারবাবু হয়তো আগে থেকেই জানতেন যে এমনটা হবে। পাস্টারবাবু সেখানে উপস্থিত লোকজনকে জানালেন, এটাই এখানে শেষ কবর। আপনারা এই কবরটি দিতে দিন। এরপর আর এখানে কেউ কবর দিতে আসবে না। তারপর আমার স্বামীর কবর সেখানে দেওয়া হলো। সাত আট মাস পর আমি সেই কবরস্থানের দিকে গিয়েছিলাম, স্বামীর কবর দেখবার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সব বাড়িঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ সেখানে কলগাছ লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর আর স্বামীর কবর দেখা আর হয়নি। এ

এবারে বড়দিন নিয়ে বলবো। আমরা বাঙালি খ্রীষ্টান। বাড়ি হচ্ছে পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। বড় দিনের আগে বাংলা গান সঙ্কীর্তন নিয়ে কেরল বের হতো। বড় দিনের আগে বাড়িঘর সব সাজানো হোত। নানারকম কাগজ কেটে কেটে বাড়ি সাজানো হোত। এখনতো কেক, প্যাটিস প্রভৃতি বড় দিনের অন্যতম খাবার। আমাদের সময় দেখেছি, পায়েস, পিঠে, মাংস, পোলাও হোত। চার্চেই বেশি করে সেদিন প্রভু যীশুর উপাসনা হোত। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে আমরা উপহার দিতাম। তার সঙ্গে দিতাম কার্ড। ক্রিসমার্স কার্ড। গিফটের সঙ্গে একটি করে বড় দিনের শুভেচ্ছা কার্ড দেওয়া হোত। কার্ডে প্রভু যীশুর অনেক বানী ছাপানো থাকতো। এখন মোবাইলের যুগে সেই কার্ড হারিয়ে গিয়েছে।

বড় দিনে এটাই বলবো, পৃথিবীটা আজ হিংসায় ভরে গিয়েছে। হিংসার পরিবর্তে বড় দিনে সবার মনে প্রেম আসুক। সবার মধ্যে প্রেম যেন প্রচুর পরিমানে আসে। সবাই যেন আমরা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে সবসময় আবদ্ধ থাকি। সবাই ভালো থাকুক। (লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা)

সকলকে শুভ বড় দিন এবং নতুন বছরের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক,
শিলিগুড়ি।

নকশালবাড়িতে মানুষের সেবায় হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার

জনি সমপাং

সকলকে নমস্কার। আমি জনি সমপাং। আমি নকশালবাড়ির হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার ফর হেলথ এন্ড এডুকেশনের চেয়ারম্যান। নকশালবাড়ির লালপুলে ফকনাজোতে এর অবস্থান। ১৯৯৬ সালে এটি স্থাপিত হয়। হাসপাতালের মাধ্যমেই আমরা গ্রামের মানুষদের সেবা করি। এখন সরকারের সহযোগিতা নিয়ে করোনার প্রতিষেধক টিকা পুরোদমে প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সাথির পুরো সুবিধা এখানকার গ্রামের মানুষরা পেয়ে থাকেন আমাদের হাসপাতালে। জেনারেল সার্জারি, স্ত্রী রোগ, মায়েদের প্রসবের চিকিৎসা এখানে হচ্ছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় এখানে পরিস্থিতি ভয়ানক ছিল। সর্বত্র তখন করোনা আক্রান্ত ভরে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সত্যিই বিরাট এক চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিলো। সেই সময় আমরা এখানে করোনার চিকিৎসা শুরু করি। তিন মাস আমাদের এখানে করোনার ওয়ার্ডে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। আমাদের এই হাসপাতাল ডেজিগনেটেড কোভিড হাসপাতাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। করোনার প্রকোপ কমতেই এখন আমরা আমাদের হাসপাতালে করোনার টিকা দেওয়া শুরু করেছি সরকারের সহযোগিতায়।

করোনার তীব্র সঙ্কটের সময় বাইরে চিকিৎসা ব্যয়বহুল ছিল। গরিব মানুষরা সমস্যায় পড়ছিলেন। সেই সময় আমরা বিনা পয়সায় করোনা আক্রান্তদের জন্য ওয়ার্ড শুরু করি। সঙ্কটের সময় গরিব মানুষদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা উপহার দেওয়া আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং বিষয়ও ছিলো।

আমার বাবা ডাঃ এস এস রাইয়ের উদ্যোগে এই হাসপাতাল শুরু হয় চার বিঘা জমির ওপর। নকশালবাড়ির লাল পুল এলাকায় এটি অবস্থিত। সেই সময় এখানে প্রচুর মানুষ অনগ্রসর ছিলেন। আবার অপরাধ করে আসা বহু মানুষ এখানে বসবাস করতেন। আমার বাবা ভেবেছিলেন,এই এলাকার ব্যাপক উন্নতি প্রয়োজন। এখানকার মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানো প্রয়োজন। এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য আমার বাবা ভেবেছিলেন। সেই থেকে যাত্রা শুরু হয়। যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ তাদের জন্য আমার চিকিৎসার জন্য কোনও অর্থ নিই না। আবার এই এলাকার অন্য সাধারণ পিছিয়ে পড়াদের জন্য আমরা পঞ্চাশ শতাংশ কম পয়সায় চিকিৎসা করি। বিনা পয়সায় আমরা অনেক স্বাস্থ্য শিবির করে থাকি। করোনার জন্য সেই চিকিৎসা শিবির এখন কম হলেও , করোনা বিদায় নিলে আবার তা পুরোদমে শুরু হবে। এর পাশাপাশি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা প্রচার করি। ছজন ডাক্তার এখানে রয়েছেন।

আমার বাবা ডাক্তার এস এস রাই এই হাসপাতাল তৈরিতে বিশেষ প্রয়াস নিলেও অন্যদের মধ্যে শ্রীমতি এনি মবার্ট, শ্রীমতি এম এস রাই, ডাক্তার এডম রংগং, রেভারেন্ড লাকি কর্থক প্রমুখ অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। এই এলাকা তখন অন্ধকারে ডুবে থাকতো, লুঠপাঠ চলতো এখানে। আমার বাবা নকশালবাড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এলাকাতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তারপর থেকে শুরু হয় তার প্রয়াস। এখানে এখন ৩০টি বেড রয়েছে। স্বাস্থ্য ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রেও এলাকার পরিবর্তন নিয়ে আসতে প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন ভাবে এলাকার গরিব সাধারণ মানুষকে আমরা সহযোগিতা করে থাকি। বড় দিন উপলক্ষ্যেও কিছু সামাজিক মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। প্রভু যীশুর উপদেশকে সামনে রেখে আমাদের মানব সেবার ব্রত সবসময় আমরা করে যাচ্ছি এবং আগামীদিনেও করে যাবো। নতুন বছর সকলের কাছে ভালো হয়ে উঠুক। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

ক্ষুদ্র চা চাষের উন্নয়ন ও গবেষণা, ঘুরে এলাম বেঙ্গালুরুর নীলগিরি

পুস্পজিৎ সরকার

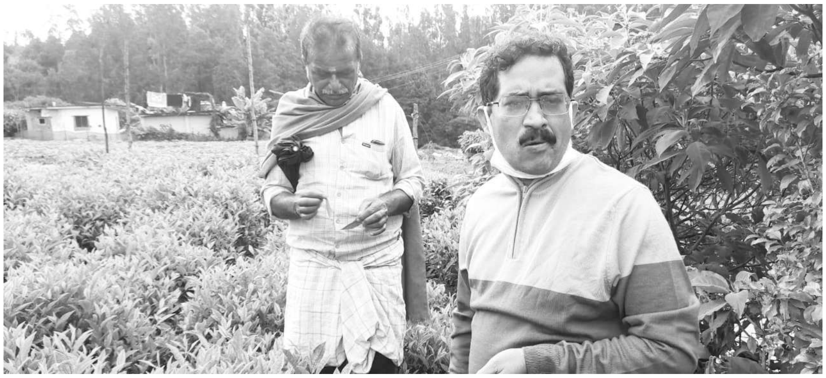

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়িতে আমার বাড়ি। আমি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। খড়িবাড়ির একটি হাইস্কুলে কর্মরত রয়েছি। শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা বাগান বা চা চাষ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করছি। আর এই গবেষণাধর্মী কাজকে আরও পোক্ত করার জন্য গত ৫ নভেম্বর আরও সুযোগ হলো বেঙ্গালুরুর নীলগিরিতে ক্ষুদ্র চাষের বাগান ও কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে। নিলগিরিতে স্মল টি গ্রোয়ার্সএর বাগান ও ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করলাম। দিনটি ছিল ৫ নভেম্বর ২০২১। গত কয়েকটি দিন বেঙ্গালুরু শহরে কয়েকটি জরুরি কাজ করছিলাম আর মনে মনে একটি পরিকল্পনা হচ্ছিল যে যদি সময় একটু বের করতে পারি তবে নীলগিরি পাহাড়ের স্মল টি গ্রোয়ার্সএর বাগান ও ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করবো। সেই মতো চার তারিখ বিকাল পাঁচটায় বেঙ্গালুরুর কাজ শেষ হলো। পাঁচ তারিখ সারাদিন বেঙ্গালুরুতে দীপাবলির ছুটি, তাই একটু ব্যাগ গুছিয়ে নীলগিরিকে উদ্দেশ্য করে বেরিয়ে পড়া। রাত্রি এগারটায় মায়সুর এর হোটেলে বাস এবং ইন্টারনেটে কিছু ডাটা কালেকশন করে সকাল ছটায় নানজানাড়ু গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মায়সুর থেকে ওটির বাস যাত্রা পাঁচ ঘন্টা, এই যাত্রাপথে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাড়ে এগারটায় নীলগিরি পাহাড়ের ছোট পাহাড়ি জেলা শহর ওটিতে পৌঁছালাম। ওটি পর্যটনের জন্য খুবই পরিচিত, ওটিতে নেমে মুন্নাজি বলে একজন চালকের গাড়ি ভাড়া করে নানজাড়ু ভিলেজের পথে, ওটি থেকে ১৪ কিলোমিটার। এই রাস্তার পাশে কি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা, পাহাড়ের ঢালে ধাপ চাষ, আলু, গাঁজর, ফুল কপি, চা বাগান সুদৃশ্য পাহাড় দেখে দার্জিলিং, সিমলা, ভুটান, নেপাল পাহাড়ের চেয়েও ভালো লাগলো। নানজাড়ু ভিলেজের চার কিলোমিটার আগে ইঠালার বলে একটি ইন্ডিকো টি ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করলাম আর এই দশ কিলোমিটার রাস্তায় মুন্নাজির সাথে কথা বলে অনেক কিছু শুনে নিয়েছি। ওটি ও তার লোকজনদের কথা, ইঠালার ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ও দুজন স্মল টি গ্রোয়ার্স এর সাথে দেখা। তাঁদেরকে আমার পরিচয় দেওয়া দার্জিলিং থেকে স্মল টি গ্রোয়ার্স হিসাবে। তারা খুবই আনন্দের সাথে আমাকে ও আমার সাথে থাকা আমার জামাইবাবুকে গ্রহন করলেন কিন্তু এখানে একটি কথা বলতে হয় তিনজন ব্যক্তি তামিল ভাষা বলতে পারে, হিন্দি বুঝতে পারে না তাই প্রথমে একটু কম্যুনিকেট করতে অসুবিধা হচ্ছিলো কিন্তু ম্যানেজারবাবু ইংরেজি বলতে পারায় কোনো রকম অসুবিধা হলো না আলোচনা করতে। তাদের সাথে

কথা বলতে বলতে অনেক কিছু জানতে পারলাম স্মল টি গ্রোয়ার্স তৈরি হওয়া আর কিভাবে তাদের টি ফ্যাক্টরি করা ও এত বড় ফ্যাক্টরি পরিচালনা করা, কি কি সুবিধা ও অসুবিধা হচ্ছে তা তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শোনালো। তাদের সাথে প্রায় দু ঘন্টা আলোচনার পর ফ্যাক্টরি ঘরে ফ্যাক্টরির চা খেয়ে আমাদের দার্জিলিং তরাই ডুয়ার্স ভ্রমনের প্রস্তাব দিয়ে ফোন নম্বর বিনিময় করে ইঠালার ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে নানজান্ডু ভিলেজ ও ফ্যাক্টরিতে পৌঁছালাম আড়াইটায়। দীপাবলির ছুটি থাকায় ফ্যাক্টরিতে তেমন কেউ পদাধিকারী না থাকায় তেমন কিছু কথা না বলে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে আসার সময় এন রমেশ এবং আরও একজন স্মল টি গ্রোয়ার্স এর সঙ্গে পরিচয় হলো। তারা কেবল তামিল বলতে পারে, ইংরেজি কিছু বুঝতে পারে আর কিছু ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারছিলো এই ভাবেই আলোচনা চলতে থাকলো। এন রমেশ ও তার সাথে থাকা ব্যক্তির তিন একর ও দুই একর বাগান আছে। তারা তাদের বাগান দেখালেন, চা চাষের অনেক কথা বললেন আর নানজান্ডু টি ফ্যক্টরি প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিলেন। নানজান্ডু টি ফ্যাক্টরির প্রেসিডেন্ট আর লিঙ্গন এই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি এখন একজন প্রাক্তন বা অবসরপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিক। তার নেতৃত্বে এই গ্রামে ১৭৯৫ জন ক্ষুদ্র চা চাষী রয়েছেন। ২০১৭ সালে এই ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই ১৭৯৫ জনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরিটি ভালোভাবে চলছে। তাদের সাথে আলোচনায় কিছু কথা বেরিয়ে এলো যে তারা এখন নিজেদের ফ্যাক্টরিতে পাতা প্রসেসিং করতে পারে। তারা নিজেরা ফ্যাক্টরির শেয়াল হোল্ডার। এই ফ্যাক্টরিরর আগে তারা ব্রোকার, মিডিল ম্যান, প্রাইভেট ফ্যাক্টরি দ্বারা শোষিত হতো। তারা এই ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন করেছেন। আজও অনেক অসুবিধা আছে তবু তারা এগিয়ে যাবেন এই বিশ্বাস তাদের আছে। তারা আমাদের দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স এর স্মল টি গ্রোয়ার্সদের কথা শুনলেন এবং তারা তাদের একত্রিত হওয়ার সার্থকতার বার্তা দিলেন। সবশেষে বলতে হয়, এই এন রমেশ মহাশয়ের কথা। এই ভদ্রলোকের সহযোগিতা আমাকে আপ্লুত করেছে। তিনি সঠিকভাবে ইংরেজি, হিন্দি বলতে পারেন না কিন্তু কিভাবে সুন্দর সম্পর্ক গড়লো। তিনি তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা টিফিন করালেন। তার এই আতিথেয়তা ামাকে মুগ্ধ করলো। এন রমেশ মহাশয় এর দুজন মেয়ে। তারা খুব ভালো উচ্চ শিক্ষিত একজন বি কম অনার্স আর একজন এম এস সি ম্যাথ। তাদের সাথেও কথা হলো। তাদের সাথে অনেক আলোচনা চলছিল। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে ওটি ফিরলাম। ওটি থেকে ছটায়বেঙ্গালুরু বাস, এই একদিনের অভিজ্ঞতা অনেক কিছু চিন্তা করার অবকাশ দিলো। স্মল টি গ্রোয়ার্স মার্কেটিং এফিসিয়েন্সি এন্ড মার্কেটিং চ্যানেলস যা আমার গবেষণার বিষয়। (লেখক একজন শিক্ষক, খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ কালকূট হাইস্কুলের তিনি শিক্ষক। তাছাড়া তিনি চা চাষ নিয়ে গবেষণা করছেন। এছাড়া তিনি তরাই বি এড কলেজেরও তিনি একজন কর্মকর্তা। শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে তিনি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি গ্রামে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।)

With Best Compliments From :~

Cell : 9832406788
9434221175

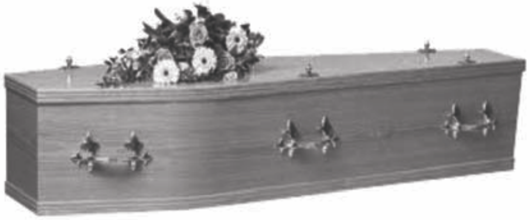

LAST HONOUR

(COFFIN BOX)

SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

গ্রামের মানুষের চিকিৎসা নিয়েই আছি

ডাঃ শরদ স্যাংদেন

নমস্কার সকলকে। সকলকে বড় দিন এবং নতুন ইংরেজি বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানাই। আমি কলকাতা মেডিক্যাল থেকে এম বি বি এস এবং জেনারেল সার্জারিতে এম এস করেছি। নকশালবাড়ির হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার ফর হেলথ এন্ড এডুকেশনে আমি ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর জয়েন করি। গ্রামেই আছি আমি। টাটার হাসপাতাল থেকে আমার কাছে অফার এসেছিল। ডিশান থেকেও এসেছিল। কিন্তু আমি যাই নি। কারণ আমাদের প্রভু আমাদেরকে বলেন, মানুষের উপকার করলে তোমারও উপকার হবে। সেই ভাবনা আমাকে গ্রামে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া আমার মা বাবা এই হাসপাতালের ট্রাস্টি ছিলেন অনেকদিন ধরে। আমার বাবা হলেন মেজর স্যাংদেন আর মা উষা স্যাংদেন। আমার মন এখানেই টানছিলো গ্রামের গরিব মানুষদের সেবার দিকে। তাই লালপুলের কাছে এখানে আছি। এখানে অনেক বিরল অপারেশনও করেছি আমি। খাদ্যনালীতে ফুটো ছাড়া চেস্ট ইনফেকশন,লিভারের রোগ,ইউরিন ইনফেকশনের চিকিৎসা এখানে হচ্ছে। অত্যন্ত কম খরচেই সব চিকিৎসা হয়। যাদের অবস্থা খুবই খারাপ তাদের বিনাপয়সাতেও চিকিৎসা হয়। হার্নিয়ার জটিল অপারেশন এখানে আমি করেছি কম খরচে। বাইরে এসব অপারেশন চিকিৎসা করালে অনেক খরচ হোত। এখানে স্বাস্থ্য সাথি কার্ড আমরা গ্রহন করি।

বড় দিন আসছে। বড় দিন হলো উপহার দেওয়ার উৎসব। শুধু নেওয়ার উৎসব নয়। আপনি গিফট দেবেন, তবেই আপনি পাবেন। প্রভু দেখছেন, আপনি কত দিচ্ছেন, কোথা থেকে দিচ্ছেন। আপনি যা পারেন তাই দিন। আপনার অনেক আছে অথচ সামান্য দিচ্ছেন তাতে বিশেষ গুরুত্ব নেই। আপনার কম আছে তবও দিচ্ছেন তবে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর গরিব হতদরিদ্রদের আপনি কিছু দিচ্ছেন তবে সেটার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে বলবো, করোনা সহজে যাবে না। এবছর করোনা একটু কমেছে। কিন্তু পুরোপুরি যায়নি। এরমধে এসেছে ওমিক্রন। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। করোনার সব বিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পড়ে থাকতে হবে। দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। করোনার বিধি না মেনে অবহেলা করলে সমস্যা হবে।

আমাদের নকশালবাড়ির এই হাসপাতালের পঁচিশ বছর চলছে এবছর। ডাক্তার রাই একসময় খুব লড়াইয়ের মাধ্যমে এই হাসপাতাল তৈরিতে প্রয়াস চালান। এই হাসপাতাল থেকে আমরা যাতে আরও গরিব মানুষের সেবা করতে পারি, সেটাই এখন আরও বেশি করে আমাদের দেখতে হবে। মানুষকে শুধু চিকিৎসা করেই নয়, তাদের মানসিক ও আত্মিকভাবে আমরা যাতে আরও বেশি করে সেবা দিতে পারি সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখবো আগামীদিনে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

খুটে খাওয়ার আরেক নাম, পিকনিক!!

— বাবলি রায় দেব

একদিন দল বেঁধে কজনে মিলে যাই ছুটে খুশিতে হারিয়ে '-- দেখতে দেখতে সেই দিনটিও এলো বলে, কারণ সামনেই বড়দিন। কোভিডের ধাক্কা সামলে পরিবেশ প্রকৃতি এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। ফলে গত দুবছরের হতাশা কাটিয়ে এবার অনেকেই মেতে উঠবেন পিকনিকে, বড় দিনের উষালগ্ন থেকেই শুরু হয়ে যাবে পিকনিকের হৈ হুল্লোড়।

পিকনিক মূলত একটি ফ্রেঞ্চ শব্দ pique-nique যার অর্থ 'পিক অ্যাট ইওর ফুড' অর্থাৎ সময় ব্যয় করে খুঁটে খাওয়ার রীতিই হলো পিকনিক। পিকনিক হয় ঘরের বাইরে। প্রকৃতির কোলে বসে ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া আর হৈ হুল্লোড় করার জন্য বেছে নেওয়া হয় নদী তীর, পার্ক, গ্রামের সবুজায়ন অথবা সবুজে ঘেরা বনানী যেখানে সবাই মিলে রান্না করে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং আনন্দ ফুর্তি করে চেনা গতের বাইরে গিয়ে দিনটিকে একটু অন্যরকমভাবে অতিবাহিত করেন। পিকনিক কখনও পরিবার পরিজন, কখনো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আয়োজিত হয়। দৈনন্দিন আনন্দ অনুষ্ঠানের থেকে পিকনিক ভিন্ন মাত্রার এই কারণে যে এখানে অংশগ্রহনকারী সকলে সমান পরিমান অর্থ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। উৎসবপ্রবন বাঙালির জীবনে শীতকালীন টুগেদারনেসের নব সংযোজন পিকনিক কিন্তু মোটেও নতুন নয়।

ছোটবেলায় নিজের নিজের বাড়ি থেকে খাবার এনে সবাই মিলে ভাগ করে খেয়ে চড়ইভাতি করেছি, রবি ঠাকুর যার নাম দিয়েছিলেন 'চড়িভাতি'। একটু বড়ো হয়ে বাড়ি থেকে চাল-ডাল, ডিম-আলু, মশলাপাতি, বাসন কোসন জড়ো করে, খরকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে খেলতে খেলতে রান্না করে কলাপাতায় বা বাড়ি থেকে আনা থালায় আধ সিদ্ধ ভাত খেয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরেছি। পাঁচ বাড়ির মেশানো ডাল চালে লবন কম হলুদ বেশি দিয়ে কাঁচা হাতে রান্না করা খিচুড়িতেই পেয়েছি পরম তৃপ্তি!!

সেই সঙ্গে ছিল 'বড়ো' হওয়ার আনন্দ-- প্রকৃতির কোলে খোলা জায়গায় বা গাছের নিচে আগুন জ্বালিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে আশপাশে থাকা চড়ুইদের কিচিরমিচিরের সঙ্গে আমাদের আনন্দ হতো দ্বিগুণ। ছোট ছোট পাখিরাও আমাদের আনন্দের অংশীদার হয়ে তাদের কলতানে মুখর করে রাখতো সেদিনের সেই সোনালী দিনগুলো যা এখনকার পিকনিকে ডিজের করাল প্রতাপে উধাও।

'চড়ুইদের দুটো দানা দিস' বড়োদের দেওয়া উপদেশ মাথায় রেখে খেতে বসে ওদের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া ভাতের দানা খুটে খেয়ে আমাদের আনন্দে সঙ্গ দিত ছোট্ট পাখিগুলো। চড়ুইদের সঙ্গে ভাত খেয়ে আমরা করতাম চড়ুইভাতি যা ছিল ছোটবেলার এক পরম প্রাপ্তি!!

চড়ুইভাতি বা বনভোজন করার জন্য সেসময় নির্দিষ্ট কোন দিন বা মাস ছিল না। বৈশাখ মাসের ভর দুপুর হোক বা শ্রাবনের সন্ধ্যা কিংবা পৌষের সকাল-- ইচ্ছে হলেই যে যার সামর্থ্য মতো রশদ জোগাড় করে কারো বাগানবাড়ি বা উঠোন কিংবা পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে মেতে উঠতাম চড়ুইভাতি বা বনভোজনের আনন্দে। কবিগুরুর ভাষায় যার যথার্থ বর্ণন পাই--' যে যার আপন ভাঁড়ার থেকে যা পেল যেইখানে মালমসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে। জাত- বেজাতের চালে ডালে মিশোল করে শেষে ডুমুরগাছের তলাটাতে মিলল সবাই এসে। বারে বারে ঘটি ভরে জল তুলে কেউ আনে, কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আমবাগানের পানে।'

এরপর কেবলমাত্র শীতকালেই বনভোজনের চল শুরু হয়। একটি ছুটির দিনে পাড়ার মানুষজন একত্রিত হয়ে তরিতরকারি চাল-ডাল নিয়ে কোথাও গিয়ে রান্না করে খাওয়ার আয়োজন করতেন। কখনও বা বাড়ির উঠোন কিংবা বাগানে অথবা কারোর বাড়ির ছাদে দল বেঁধে রান্নার জোগাড় হতো। মাছ-মাংস, ডিম-মুরগি, হাঁড়িকুড়ি, চাল-ডাল সবজি--সবই বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। নদীর ধারে বা জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে উনুন জ্বালিয়ে শুরু হতো রন্ধন পর্ব।

মা-মাসি, কাকু-জেঠুরা একসঙ্গে রন্ধন কার্যে জুটে যেতেন আর আমরা ছোটরা মেতে থাকতাম হৈ হুল্লোড়, খেলাধুলা আর আনন্দে। বড়োরা রান্নার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ তামাশায় মেতে থাকতেন। বড়োদের কেউ একজন কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা থেকে শুরু করে নাচ গান কবিতা পাঠের আসর জমিয়ে আমাদের আগলে রাখতেন। সব আনন্দ সাঙ্গ হতো কলাপাতায় একসঙ্গে বসে প্রীতিভোজ সেরে।

ছোটবেলায় চড়ুইদের সঙ্গে ভাত খেয়ে চড়ুইভাতি করা হোক কিংবা বড়োদের সঙ্গে বনে গিয়ে বনভোজন করাই হোক--যেটাই হোক না কেন, আজ বিশ্বায়নের প্রভাবে সেটাই অন্য আঙ্গিকে ধরা দিয়ে হয়েছে পিকনিক, যেখানে ছোটবেলার সেই শুদ্ধতা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমেরিকার potluck হলো চড়ুইভাতির নামান্তর যেখানে নিজের নিজের খাবার এনে ভাগাভাগি করে পার্কে বসে খাওয়া হতো।

ঠিক কবে থেকে পিকনিক শুরু হয়েছিল বা কারা শুরু করেছিল সে বিষয়ে সঠিক তথ্য না থাকলেও গবেষকদের মতে ফরাসিরাই এর উদ্যোক্তা যার প্রচলন হয় ১৬৯২ সালের দিকে। ফরাসি বিপ্লবের আগে জাতীয় পার্কগুলোতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। ফরাসি বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষের জন্য পার্কগুলো খুলে দেওয়া হলে আনন্দে আত্মহারা মানুষজন পার্কে গিয়ে জমায়েত হয়ে খাওয়াদাওয়া, আনন্দ ফুর্তি করা শুরু করেন। শুরু হয় pique-nique

পরবর্তীকালে ফ্রান্স ছেড়ে চলে আসা ফরাসিরা অস্ট্রিয়া , প্রুশিয়া, আমেরিকাসহ ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। তাদের হাত ধরে পিকনিকও ছড়িয়ে পড়ে এইসব দেশগুলোতে যার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৬৩ সালে লেডি মেরি কোক তার বোনকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠিতে যদিও অনেকের মতে পিকনিকের প্রচলন ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগে। সে সময় পিকনিক সোসাইটি নামক একটি সংগঠন ছিল যেখানে ব্রিটেনের রাজকীয় উচ্চপদস্থরা এস্টেটের বাইরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে অলস অবসর যাপন করতেন। পরবর্তীতে মধ্যবিত্তরাও পান পিকনিক করার অনুমতি এবং তখন থেকেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত হতে থাকে।

পৃথিবীর সব দেশে শীতকালে পিকনিক হয় না। জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে দেশভেদে বিভিন্ন সময়ে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে শীতের শুরুতেই পিকনিকে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এই সময় বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত থাকে বরফে ঢাকা। তাদের কাছে পিকনিকের মরশুম হলো গ্রীষ্মকাল। সেজন্য তারা মূলত জুন-জুলাই মাসে পিকনিকের আয়োজন করেন। তাদের সুবিধার্থে ইন্টারন্যাশনাল পিকনিক ডে অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছরের ১৮ই জুন এবং জুলাই হলো ওদের ন্যাশনাল পিকনিক মান্থ।অন্যদিকে আমেরিকার বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫২ সাল থেকে আগস্ট মাসকে তাদের জাতীয় পিকনিক মান্থের মর্যাদা দিয়েছেন কারণ ওই সময় স্থানীয় জলবায়ু এবং আবহাওয়া থাকে পিকনিকের উপযোগী। সেই হিসেবে এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিকনিকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৯ সালে পর্তুগালের লিসবনে যেখানে ২২ হাজার মানুষ অংশগ্রহন করেছিলেন। পিকনিক ডে তাদের কাছে একটি মজার হলিডে। এই মজার হলিডে প্রতিবছর আগস্ট মাসের প্রথম সোমবার পালিত হয় অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরিতে এবং সেদিন সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়।

ইংরেজদের হাত ধরে পিকনিক আসে ভারতে। তার প্রমান ১৯০২ সালে লেখা কবিগুরুর এই উক্তি,' দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।' সে সময় পিকনিক গার্ডেন বা দমদমের পিকনিক ছিল বিখ্যাত। কলকাতার গার্ডেনরিচেও হতো জোরদার পিকনিক। মেটিয়াবুরুজে বসতো বাঙালিবাবুদের পিকনিকের আসর।

অভিজাতদের বাগানবাড়িতে পূর্ণ অঞ্চলগুলোতে ছিল গভর্নর জেনারেল, বড় লাট থেকে বর্ধমানের ক্ষত্র রাজা মহাতব চাঁদের প্রমোদ উদ্যান। ওয়াজিদ আলি শাহের মৃত্যুর পর ওই সব অঞ্চলে পুরোদমে শুরু হয় পিকনিক বা বনভোজনের আয়োজন যা একসময় মহোৎসবের আকার ধারণ করে যেখানে অভিজাত বাঙালিবাবু থেকে শুরু করে সাদা চামড়ার সাহেব এবং তাদের বন্ধুবান্ধবরা মদ, মাংস, আর মহিলামন্ডল নিয়ে গঙ্গার ধারে কিংবা বাগানবাড়িতে সারা দিন ধরে হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দ ফূর্তিতে মেতে থাকতেন। সেই সঙ্গে থাকত গজল গাইয়ে এবং ইউরোপীয় নর্তকীরা। যদিও এসবের আগেই পলাশীর যুদ্ধের পরপরই বাংলার নবাব সিরাজৌদ্দলার পতন ও তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোভাবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক বড়োসড় পিকনিক উৎসব যেখানে অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজ সাহেবসুবো থেকে ব্রিটিশ রাজভক্ত বাঙালিবাবুরা। এগুলো মূলত ছিল গ্রান্ড ফিস্ট যেখানে মেনু হিসাবে গোরু, শুয়োর , মদ্যাদিসহ সবকিছুরই ব্যবস্থা থাকতো।

আমরা বিদেশিয়ানায় বড়ই আসক্ত অথচ আমাদের দেশের রাজা-বাদশার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জলে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে বাঘ হরিন মেরে বন ভোজনের প্রচলন অনেক আগেই করে দিয়েছিলেন যার অনেক গল্পই আমরা পড়েছি। আমাদের নিজস্ব চড়ুইভাতি বা বনভোজন ভুলে এখন তাদের দেখানো পিকনিকে মেতে উঠেছি। কালের আগ্রাসনে সেদিনের গ্রান্ড ফিস্ট বা পিকনিক এখন করপোরেট কালচারের রুপ নিয়ে হয়েছে আউটিং বা শিক্ষাসফর যা চলে দুই তিন দিন ধরে। এই সব পিকনিক পর্ব সীমাবদ্ধ থাকে অভিজাত প্রগতিশীলদের মধ্যে যেখানে চলে নানান অনৈতিক কর্মকান্ড যা পিকনিকের প্রীতিময় পর্বকে কালিমালিপ্ত করে। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি গল্প বর্তমান কালের পিকনিকের সঙ্গে ওতপোতভাবে জড়িত, যার উল্লেখ না করলেই নয়।

গুজরাতে জুনাগড় শহরের আধ মাইল পূর্বে প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের তীরে অবস্থিত পৌরাণিক বৈরতক বর্তমানে গিরনার নামে পরিচিত। কাথিয়াবাড় জেলায় প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত বৈরতকে ছিল দেবতাদের প্রমোদকানন। শিব এখানে এসে যখন বসবাস করছিলেন, দেবতারা তখন তাঁকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানেই এসেছিলেন। ঋষি দত্রেয়ের মুনির সাধনক্ষেত্র বৈরতকে এসে জীবন সার্থক করেছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। কুন্ড ও মন্দিরে পূর্ণ এই স্থানেই জন্মেছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ।

অরণ্য ও হ্রদ সম্মিলিত অঞ্চলটি সেই সময় ছিল অনর্ত রাজবংশের অধীনে। ঋষিমুনিরা সেখানে আসতেন বনভোজন করতে। ধর্মীয়

আচার অনুষ্ঠান মেনে হতো তাদের বনভোজন। সে প্রসঙ্গে কাশীরাম দাস লিখছেন,'রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল। কামগিরি খন্ডগিরি গিরিরাজ নীল।।' দ্বারকা থেকে বৈরতকের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ফলে দ্বারকার মানুষরা সেখানে নিয়মিত আসাযাওয়া করতেন। উৎসব, আনন্দে অংশ নিতেন। এখানে কৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে প্রায়ই প্রমোদবিলাসে এসে সময় ব্যয় করতেন সঙ্গে চলতো খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-উল্লাস। এই স্ত্রীদের অধিকাংশকেই নরকাসুর অপহরন করেছিলেন পরবর্তীতে যাদের কৃষ্ণ মুক্ত করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ উল্লাসে মত্ত কৃষ্ণকে দেখে নারদের মস্তিস্কে দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হলো। তিনি চক্রান্ত করে কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে পাঠালেন যদিও তিনি জানতেন প্রমোদকাননে স্ত্রীদের সঙ্গে থাকাকালীন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রবেশ ছিল সেখানে নিষিদ্ধ। শাম্বকে দেখে ভগবান কৃষ্ণের তরুণী পত্নীরা তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন ছিলেন নন্দিনী। তিনি শাম্ব পত্নী লক্ষনার বেশ ধারে শাম্বকে বশ করতে এলেন। এই লক্ষনা ছিলেন দুর্যোধনের কন্যা যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে উঠিয়ে এনে শাম্ব বিবাহ করেছিলেন।

অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নারদ গেলেন কৃষ্ণের কাছে। নারদের মুখে সব শুনে আনন্দঘন মুহুর্ত বিষাদে পরিণত হলো। কৃষ্ণ দিলেন নিজ পুত্রকে কুষ্ঠরোগ হবার অভিশাপ। সেই সঙ্গে পূরণ হলো নারদের প্রতিশোধ। পরবর্তীতে শাম্বের করুণ আর্তিতে কৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে সব হৃদয়ঙ্গম করে তাঁকে সূর্যক্ষেত্রে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করতে বলেন। পিতার কথা মেনে শাম্ব সূর্যের উপাসনা করে নিজের রোগমুক্তি করে গড়ে তোলেন কোনারকের সূর্য মন্দির কিন্তু কৃষ্ণের তরনী ভার্যাদের অভিশাপ খন্ডিত হয়নি যার প্রভাব এখনকার পিকনিকগুলোতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় । তখনকার দিনের প্রমোদবিহারের আধুনিক ভার্সন হলো পিকনিক।

সেদিনকার পাখির কলতানে মুখরিত চড়ুইভাতি বা প্রমোদবিহার আজ অস্তগত। দল বেঁধে সবাই এখন কর্পোরেট পিকনিকে যান, সঙ্গে থাকে রাঁধুনি, ঢালাও পানীয়, দেদার খাদ্যসামগ্রী আর চটুল গান। বর্তমান পিকনিকের মূল লক্ষ্য, চুটিয়ে মদ খাও আর দিনের শেষে টলমল পায়ে বাড়ি যাও। বিগত কয়েক দশক ধরে শীতকালীন পিকনিকের এটাই সার্বিক চিত্র অথচ আমাদের ছেলেবেলার চড়ুইভাতি বা বনভোজনের উদ্দেশ্যই ছিল একাত্ম হয়ে মিলেমিশে গায়ে রোদ মেখে জীবনের পাঠ নেওয়া সেক্ষেত্রে রান্না যেমনটাই হোক না কেন!!

উনবিংশ শতকের বাংলা অভিধানে বনভোজন বা চড়ুইভাতি শব্দদুটো না থাকলেও সুবল মিত্রের লেখা বিংশ শতকের অভিধানে দুটো শব্দকেই পাওয়া যায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরনের অভিধানে দুটো শব্দই বর্তমান যার অর্থ বলা হয়েছে পিকনিক। ঈশ্বরচন্দ্রের শব্দ সংগ্রহ-তে চড়ুইভাতি শব্দটি আছে কিন্তু বনভোজন শব্দটি অনুপস্থিত। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, 'বনভোজন আমাদের দেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ।'

আগে প্রায়ই মানুষ ওলা উটে অর্থাৎ কলেরায় মারা যেতেন। ওলাইচন্ডী বা ওলাবিবি হলেন সমস্ত মহামারীর দেবী। তাঁকে তুষ্ট করে মহামারীর উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য আগে গ্রামেগঞ্জে নিয়ম করে ওলাইচন্ডীর পুজো হোত। পরবর্তীতে এটি একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে যায়। মহামারীর দেবী ওলাইচন্ডী মুসলমানদের কাছে ওলাবিবি নামে পরিচিত। তাঁর আগমন মানেই জনপদ ধ্বংসের মুখে। সেজন্য তাঁকে সন্তুষ্ট করতে তাঁর নামে প্রসাদ উৎসর্গ করা হতো। এই পুজো হতো ঘরের বাইরে, পুকুরের পাড়ে, বনেজঙ্গলে যেখানে ওলাই চন্ডী বা বনবিবিকে আরাধনা করে গ্রামের লোক একসঙ্গে বনভোজন করতেন প্রসাদ খেয়ে। সমাজকে বিপদমুক্ত করার জন্য এই পুজোপর্ব অনুষ্ঠিত হতো পৌষ মাসে ধান ওঠার পর। অঞ্চলভেদে সম্মিলিত এই প্রীতিভোজ পুষ্ণা, পুষলা, পুষলি,পুষালি,পুষরা, পৌষালি বা পোষালি নামে পরিচিত যা এখনকার প্রজন্ম জানেই না। কোথাও কোথাও একে টোপাপাতি বা ভুলকাভাতি বলেও জানে।

কালের কড়ালচক্রে সেই চড়ুইভাতি বা টোপাপাতি আজ পিকনিক। পিকনিকের মূল উদ্দেশ্য সবাই মিলে দিনটিকে প্রানভরে উপভোগ করা। যাত্রার শুরু থেকে ফেরা পর্যন্ত তার মূল বিষয় হলো হাসি ঠাট্টা, আনন্দ উল্লাস। সীমিত বাসনকোসনের সম্ভার নিয়ে, মোটা কম্বল বিছিয়ে সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে যদি একটা দিন কাটাতে পারি, প্রতিদিন কেন সেটা পারি না ?

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে আমরা সকলেই তো এই পৃথিবীর বুকে পিকনিক করতেই এসেছি--খেটে খেয়ে, খুটে খেয়ে এক না একদিন তো সে পর্ব মিটিয়ে ফিরতে হবে সেই মহাকালের গর্ভেই।

তবে কিসের এত দ্বন্দ, কিসের এতো অহঙ্কার!! পছন্দসই স্থানে রান্না, ভোজন পর্ব, আনন্দ অনুষ্ঠান, খেলাধূলা সেরে দিনের শেষে ফেরার সময় যা পড়ে থাকে, তার বর্ণনা এইজন্যই হয়তো কবিগুরু এভাবে করেছিলেন--'একটি দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি, পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি।'(লেখিকা বাবলী রায় দেবের বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে। তাঁর প্রথম উপন্যাস অ্যানি ফিরে যাও যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী অমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গত উত্তরবঙ্গ বই মেলায় বিশিষ্টজনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জ্বালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর লেখায় রয়েছে গভীরতা এবং গবেষণাধর্মী এক মন খুঁজে পাওয়া যায়।)

ইংরেজি নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কবি চন্দ্রচূড়

পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানোর রীতি চলে আসছে। বাংলা, ইংরেজি, হিজরিতে নববর্ষের প্রচার রয়েছে। এখন এগিয়ে আসছে ইংরেজি ২০২২ সাল। মানুষ প্রথম দিকে চাঁদের হিসেবে ১০ মাস ধরে নতুন বর্ষ গণনা শুরু করেছিল। সূর্যের হিসাবে বা সৌর গণনার হিসাব আসে পরে। সৌর এবং চন্দ্র গণনায় পার্থক্য রয়েছে। সৌর গণনায় ঋতুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। কিন্তু চাঁদের ক্ষেত্রে ঋতুর সম্পর্ক নেই এমন ধরে নেওয়া হতো। বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পর বর্তমানের ইংরজি বর্ষ স্থিতি লাভ করে। সার্বজনীনভাবে ১লা জানুয়ারি নববর্ষের প্রচলন ছিল না। বর্তমানের অবস্থায় বছর পৌঁছাতে বহু শত বছর লেগেছে। প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে মেসোপটেমীয় বা ইরাকে সভ্যতায় প্রথম নববর্ষ প্রচলন উৎসব শুরু হয়েছিল। এই সভ্যতার মধ্যে রয়েছে ১) সুমেরীয় সভ্যতা, ২) ব্যবিলনীয় সভ্যতা, ৩) অসিরীয় সভ্যতা, ৪) ক্যালডীয় সভ্যতা। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় নববর্ষ উৎসব শুরু হয়েছিল জাঁকজমক করেই। কিন্তু তখন ১লা জানুয়ারি নববর্ষ ছিল না। বসন্তকালে নতুন করে তরুরাজির ফুল পাতা গজানোর ইঙ্গিত পেয়ে প্রথম দিকেই বর্ষ পালনের উৎসব শুরু হতো। ওই সময় প্রথম চাঁদ ওঠা দেখে বর্ষবরণ হতো। ১১ দিন চলত সেই উৎসব। ব্যবিলনীয় সভ্যতার পর রোমানরা নতুন করে নববর্ষ পালন করে। এরাও চাঁদ দেখেই নববর্ষ শুরু করেছিল। নববর্ষ ধরা হোত ১লা মার্চকে। সে সময় রোমের প্রথম সম্রাট রোমুলাস ৭৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ রোমান ক্যালেন্ডার চালু করেছিলেন। চাঁদের নানা অবস্থা দেখে দিন মাস বছর ঠিক করা হোত। পরে সম্রাট নুমা পন্টিলাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে ক্যালেন্ডারে যুক্ত করেন। ফলে ৩৫৫ দিনে বছর গণনা করা হোত। এই দিন ৩৬৫ দিন থেকে ১০ দিন কম। এর জন্য চাষ আবাদের সময়ের সমস্যা দেখা দেয়। অনেক পরে সম্রাট সিজার চাঁদের হিসাব না করে, সূর্যের হিসাবে ৩৬৫ দিন করে সমস্যার সমাধান করেন। এভাবে বছর তৈরি হয়েছে।

সিজারের ক্যালেন্ডারেও কিছু সমস্যা ছিলো। ৪০০ বছর আগে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রোমের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী জ্যোতির্বিজ্ঞানীগনের পরামর্শ নিয়ে ক্যালেন্ডারটির সংস্কার করেন। তারই নাম অনুসারে ক্যালেন্ডারটির নামকরণ করা হয়েছে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। আর এটি বের করার পর এর সুবিধার কারণে আস্তে আস্তে সকল জাতি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার শুরু করেন। এখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারির ১ তারিখেই নববর্ষ হিসেবে পালন করেন সবাই। (লেখক কবি চন্দ্রচূড় এর আরেক নাম নির্মলেন্দু দাস। তিনি আকাশবানীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার। তাছাড়া তিনি বিজ্ঞানী হিসাবেও পরিচিত নাম, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎপল্লীতে। তাঁর বেশ কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক বই বিভিন্ন মহলে সাড়া ফেলেছে। এমনকি আমেরিকা, জার্মানি থেকেও সেসব বই প্রকাশিত হয়েছে।)

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শুভ বড়দিন আপনার জীবনে নিয়ে আসুক প্রভু যীশু প্রদত্ত প্রেম আর শান্তি

শিলিগুড়ি গসপেল চার্চ

নেতাজি কলোনি
(ঘোঘোমালি হাইস্কুলের পাশে), শিলিগুড়ি-৬
প্রতি রবিবার উপাসনার সময় ঃ সকাল ১০.৩০ থেকে ১২.৩০, আসুন এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বর এর আশীর্বাদ অনুভব করুন।
মোবাইল নম্বর ঃ
Manoj Sarkar-9641399663/
Asst. Pastor Ranjit Saha-7031133713

ডিসেম্বর মাসের বিশেষত্ব অনেক

সজল কুমার গুহ

ইংরেজী ক্যালেন্ডারের শেষ মাস ডিসেম্বর,এমাসের বিশেষত্ব অনেক। বছরের শেষ মাস যেমনি তেমনি নানা বিষয় ঘটনার পালক এতে যুক্ত, যেমন প্রভূ যীশুর শুভ জন্ম মাস অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর যা বড়দিন, এক্স মাস নানা নামে বিভুষিত। শান্তি, স্বস্তি, ভালবাসা প্রেম, ক্ষমা অনেক গুণের মূর্ত প্রতীক। এমন সুন্দর পবিত্র মানুষটাকেও হিংসার বলি হতে হয় নিদারুণ ভাবে,ভাবাই যায় না কোনো কোনো মানুষ রূপী পশু এমন কাজ করতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে গেলেন সেই নরাধমদের ক্ষমা করতে। সত্যিই ভাববার বিষয়, তাঁর এই ক্ষমার উদ্যেশ্য মানুষকে সংশোধন করার। হিংসা প্রতিহিংসা দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয়না, এসব লোক শিক্ষার অঙ্গ বলা যায়, নিজের জীবন দিয়ে একজন জীবন্ত ভগবান কি করে মানুষের কল্যাণে ব্রতী এটা তার চরম নিদর্শন। আমরা ষড়রিপুর যেন বলি না হই এটাই তারা যুগে যুগে এসে করিয়ে দেখিয়ে যান।

আমাদের উচিত শুধু মুখে মুখে ভগবান, ঈশ্বর খোদা প্রভূ নয় সত্যিকারের সাচ্চা মানুষ হয়ে ওঠা, স্বামীজির কথায় ''মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন একটা দাগ রেখে যাই যেন''।

যুগে যুগে অবতার পুরুষরা নেমে আসেন এই ধরাধামে নররূপে অতি সাধারণ ভাবে শুধুমাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায়, মানুষদের শুধরে দিতে বিশেষ করে বৃত্তি প্রবৃত্তি আদি নিয়ন্ত্রিত করে যাতে প্রত্যেকে সুন্দর ভাবে চলতে পারে। ভগবান শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ,গৌতম বুদ্ধ, প্রভূ যীশু, হজরত মহম্মদ,গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার কখনো ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, লোকনাথবাবা, শ্রীরামঠাকুর এবং আরও অনেকে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ভাবধারা,বাণী ইত্যাদি প্রচারের জন্য মন্দির মসজিদ, গির্জা,গুরুদোয়ারা প্রভৃতি ।নানা ধর্মাবলম্বীরা এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের শুধরে আচার আচরণ ইত্যাদিতে।দুর্ভাগ্যের বিষয় বেশীরভাগ মানুষ থেকে যায় এসব থেকে দূরে, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে।আহার নিদ্রা মৈথুন,ভয়, অহংকার ইত্যাদিতে মজে থাকে। চলে বৃত্তি প্রবৃত্তি অধীনে, ফল হয় মারাত্মক। হিংসা প্রতিহিংসা হানাহানি মারামারি মৃতু পর্য্যন্ত ঘটে থাকে এখানে ওখানে সেখানে। শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

শেষে বলি, ডিসেম্বর মাস একটা দারুন মাস বলে মনে হয়। পিঠে পুলি ছাড়া রয়েছে এখানে ওখানে সেখানে ঘোরার হাতছানি, রয়েছে নানা ধরনের মেলা সঙ্গে কেনাকাটা খাওয়া দাওয়া।আগে এই ডিসেম্বর মাসে যাত্রার আসর বসতো বিভিন্ন প্রান্তে,বড় বড় শিল্পীর উপস্থাপনায় আনন্দিত হতাম ভীষণভাবে, কিন্তু আজ তা হারিয়ে যাচ্ছে যা আমাদের অনেকে কষ্ট দেয়।

যাক্, বইমেলার মজাটাই আলাদা,এক জায়গায় নানা ধরনের বই, পত্র পত্রিকা ক্রোড়পত্র ইত্যাদি , নানা বয়সের লেখক কবি গায়ক শিল্পীদের সঙ্গ পাওয়া ও তাদের উপস্থাপনা উপভোগ করা যে থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করা যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা আমাদের সমৃদ্ধ করে দেশ কাল পাত্র জানতে পারি, অতীতের অনেক অজানা তথ্য আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে ভীষণভাবে।এসব চলতে চলতে বর্ষ শেষ হয়ে যায়। চলে আসে নতুন বছর নতুন স্বপ্ন ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে।

সবশেষে আবেদন,করোনার অতিমারিতে নিয়মনীতি মেনে যেন অবশ্যই চলি সবাই, করোনা চলে গেছে ভেবে বেহিসাবি চলন মোটেই নয়। সকলকে বড় দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি শিবমন্দির নিবাসী। তিনি আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক।)

নতুন বছর ভালো হোক

বিপ্লব সরকার

সকলকে নমস্কার। সকলকে শুভ বড় দিন এবং নতুন ইংরেজি বছরে আগাম শুভেচ্ছা। বড় দিন এবং সেই সঙ্গে নতুন বছরের আগমনের আগে আমাদের সকলের মন একটু আশায় ভরে উঠে। আমরা অনেকেই আশা করি, বিদায় নিতে থাকা বছরের সব দুঃখ গ্লানি কাটিয়ে আসছে নতুন বছরে আমরা সকলে যেন আরও ভালো থাকি। সেই প্রত্যাশা নিয়েই বলবো, আসছে ২০২২ সাল যেন সকলের কাছে ভালো হয়ে ওঠে। বিগত দুবছর ধরে আমরা সকলে কষ্টের মধ্যে আছি। কেননা করোনা মহামারী অনেকের জীবন নষ্ট করেছে। বহু মানুষ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছেন। সেই হিসাবে নতুন বছর ২০২২ সাল যাতে ভালো হয় সেই আশায় সকলেই বুক বেঁধে রয়েছেন। আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী। বিগত দুবছর ধরে শিল্পীরাও মনের কষ্টে আছেন। কেননা, বিভিন্ন স্থানে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় করোনার নিয়মের জেরে। আর অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখ শিল্পীদের কাছে খুবই বেদনার। আশা করি, নতুন বছরে করোনার মেঘ আরও কেটে যাবে এবং আমরা আবার আগের মতো অনুষ্ঠান করতে পারবো।সবাই ভালো থাকুন, এই থাকলো প্রার্থনা(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ায়।)

নতুন বছর নতুন বার্তা নিয়ে আসুক

মৃনাল পাল (মনা)

সকলকে শুভ বড় দিন এবং নতুন ইংরেজি বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছা। আমরা সবাই করোনা নামক ভয়াবহ ব্যাধির জেরে নানারকম সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে বিগত কয়েকবছর ধরে। করোনা আমাদের সকলকে অনেক পিছনে ঠেলে দিয়েছে। এখনও করোনা বিদায় নেয়নি। তাই সকলকে অবশ্যই সতর্কতা মেনে চলতে হবে। সামনে নতুন বছর । আশা করি, নতুন বছরে করোনার প্রকোপ কিছুটা হলেও কমবে। আর ভালো থাকার জন্য আমাদের আরও বেশি করে করোনার টিকাকরন চালিয়ে যেতে হবে। তবে টিকাকরন ব্যাপক হওয়াতেই হয়তো আমাদের দেশে এখন সংক্রমন একটু কম। কিন্তু সতর্কতায় ঢিলেমি দেওয়া চলবে না। মাস্ক পড়ে থাকার মতো অনুশীলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। করোনা যখন পুরোপুরিভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তখন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় আসেনি। নতুন বছরে প্রত্যাশা করবো, করোনার সংক্রমন আরও কমবে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের আরও প্রসার বৃদ্ধি ঘটবে। কেননা করোনা ব্যবসা বাণিজ্যেরও অনেক ক্ষতি করেছে। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

(লেখক সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার)

নতুন বছর, নতুন আলো

আমোস শেরিং

সকলকে নমস্কার। আমি আমোস শেরিং। ওয়ার্ল্ড ভিশনের তরফে আমি সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই।

বড়দিন একটি আশা। সংসারের মানুষকে উদ্ধারের জন্য এই সময় প্রভু যীশু এসেছিলেন। বড় দিন আসলে একটি আশা। এই উপলক্ষ্যে এটাই বলবো, চারদিকে শান্তি, খুশি , ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হোক ।প্রভু যীশু প্রেম ছড়িয়ে দিতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

আর নতুন বছর মানে নতুন আলো, নতুন আশা। নতুনভাবে জীবন গড়ে তোলার কাজ করতে হবে এই সময়। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই থাকলো প্রার্থনা।

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

উৎপল সরকার
মৌমিতা সরকার
কোয়েল সরকার
অনির্বান সরকার

বড়দিনের
পুণ্য আলোকে
সকলে অন্তরের
আলোকে আলোকিত
হউক।

সরকার পাড়া, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

স্বল্প খরচে পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ

আশীষ ঘোষ

সবাইকে বড়দিনের অভিনন্দন। আমাদের দেশে বড় দিন শীতকালে হলেও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দক্ষিন গোলার্ধের দেশে বড় দিন পালিত হয় গ্রীষ্মকালে। আমাদের দেশে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। কেরালার মতো দক্ষিন ভারতীয় রাজ্যতেও প্রচুর খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। এসব রাজ্যগুলোতে বড় দিন খুব জাঁকজমকের সাথেই পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। তবে উত্তর ভারতে বড় শহরগুলো ছাড়া বড় দিনের উৎসবে সেরকম জাঁকজমক হয় না। বড় দিনে সামান্য কয়েকদিনের জন্য ছুটি থাকে। এই সময় শীতকাল হওয়াতে অনেকেই অল্প সময়ের পর্যটনে বের হন। বিশেষত বাঙালিরা ভ্রমনপিপাসু। বাংলার বাইরে পর্যটনে আমাদের প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় হয়। কিন্তু স্বল্প খরচে যদি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে আমরা ভ্রমন করি তাহলে সময়ও কম লাগবে এবং পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প উন্নত হবে। বিশেষত রাজ্যের হোটেল ও পরিবহন শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়বে। শিলিগুড়ি থেকে স্বল্প খরচে আমরা কোচবিহার জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলো একদিন বা দুদিনের মধ্যেই দেখে আসতে পারি। যেমন কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ, রসিকবিল পর্যটন কেন্দ্র, বানেশ্বরের প্রাচীন শিবমন্দির, জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ শিবমন্দির। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া, গরুমারা প্রভৃতি অভয়ারণ্য একদিন বা দুদিনের মধ্যেই দেখে আসা যায়। আর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতি হিমালয়ে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্রগুলো সারা বিশ্বের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুরের কুলিক পক্ষী নিবাস এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পক্ষী নিবাস। বাংলার প্রাচীন রাজধানী মালদা জেলার গৌড় অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র যা পুরা কীর্তির জন্য বিখ্যাত। এখানে সুলতানি আমলের অনেক স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া রামকেলিতে রয়েছে শ্রীচৈতন্য বিজড়িত মন্দির। গৌড় ছিল বাংলার প্রাচীন রাজধানী। পার্শ্ববর্তী জেলা মুর্শিদাবাদেও রয়েছে বিখ্যাত হাজারদুয়ারি প্রাসাদ। এবং নানা ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন। যা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষন করে। মুর্শিদাবাদের পাশে বীরভুম জেলাতেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতন , রামপুরহাটের তারাপীঠ মন্দির এবং নলহাটির নলাটেশ্বরী মন্দির। এ জেলারই বক্রেশ্বরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উষ্ণ প্রস্রবন। এছাড়া দক্ষিনবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্য পাহাড়। ছোট একটি পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্র। যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষন করছে। বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী এবং বিষ্ণুপুর এবং শুশুনিয়া পাহাড়, হুগলি জেলার কামারপুকুর ও তারকেশ্বর পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের কাছে কলকাতার আকর্ষনও কম নয়। বড় দিনের সময় কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল এবং হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে অবস্থিত পর্তুগীজদের তৈরি ব্যান্ডেল চার্চও বড়দিনের সময় খুব আকর্ষনীয়। আর দক্ষিনবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় দীঘা, মন্দারমনি , জুনপুট , শঙ্কর পুর প্রভৃতি সামুদ্রিক স্বাস্থ্য নিবাস রয়েছে। দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার সাগরদীপ, ফ্রেজারগঞ্জ এবং বকখালিতেও বঙ্গোপসাগরের সৌন্দর্য দেখা যায়। অনেক কম খরচে এই সব সামুদ্রিক স্থানগুলোতে বাস করা যায়। এই সব সামুদ্রিকস্থানগুলোতে হোটেল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আরও রয়েছে অনেক বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। স্বল্প পরিসরে সবগুলোর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করবো পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকরা ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমনের আগে নিজ রাজ্যগুলোর পর্যটনকেন্দ্রগুলোতেও যেন দৃষ্টি দেয়। (লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকনন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

কৌস্তভ দত্ত, রোজলি দত্ত,
কৌনিক দত্ত ও ক্রিস্টভ দত্ত,
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫

শান্তি ও সুস্থতার প্রার্থনা

রেভারেন্ড মনোজ সরকার

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আবারও বড় দিন এসেছে। বিগত দুবছর ধরে আমরা সবাই একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। প্রভু যীশু আমাদের লড়াই করবার সাহস দিয়ে চলেছেন। কিন্তু এখনও করোনা বিদায় নেয়নি। নতুন ভাইরাস ওমিক্রন আবার দাপট দেখাতে বলে শুনছি। কাজেই করোনার সতর্কতা থেকে আমাদের ঢিলেমি দিলে চলবে না। ধারাবাহিকভাবে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করে যেতে হবে। সতর্কতার মধ্যে রয়েছে টিকা গ্রহন, তার সঙ্গে মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা, দূরত্ব বজায় রাখা প্রভৃতি। আর অবশ্যই সাবান ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি সকলকে সতর্কভাবে মেনে চলতে হবে। এর পাশাপাশি প্রার্থনা করবো, সর্বত্র যাতে শান্তি বিরাজ করে এবং সবাই সুস্থ থাকে। প্রভু যীশু বারবার পৃথিবীর মানুষের ভালো চেয়েছেন। প্রভু যীশু বারবার শান্তির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। আজ আমরা অনুভব করি, পৃথিবী জুড়ে হানাহানির সময় শান্তির পরিবেশ কতটা জরুরি।

প্রতিবছরের মতো এবারেও আমাদের ঘোঘোমালির গসপেল চার্চে বড় দিনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সাংস্কৃতিক প্রীতি ভোজ হবে। আমাদের এই চার্চে প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত উপাসনার সম ঘোঘোমালির গসপেল চার্চের রেভারেন্ড)

Happy Merry Christmas

For any trafficking related quarry please contact

World Vision INDIA

Together for children. For change. For life.

Amos Tshering
Technical Specialist-Anti Child Trafficking
West Bengal Combat Child Trafficking for
Sexual Exploitation Program

Mobile : 7980732321 / 7044200901
Email : amos_tshering@wvi.org

World Vision India
Charu Chaya Building
Opp. Hotel Sundaram Palace
Abadhananda Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734003

worldvision.in